

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা  
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, মার্চ ৮, ২০২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়  
স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২০ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ০৫ মার্চ, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ৬৪-আইন/২০২৬।—স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর ধারা ৬৬, ধারা ১২০ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

১। শিরোনাম ও প্রয়োগ।—(১) এই বিধিমালা কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন কর্মচারী চাকরি বিধিমালা, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এর সকল সার্বক্ষণিক কর্মচারীর জন্য প্রযোজ্য হইবে, তবে সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইতে প্রেষণে নিয়োজিত অথবা বদলি, চুক্তি বা খণ্ডকালীন ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে, এই বিধিমালার কোনো কিছু প্রযোজ্য বলিয়া তাহাদের চাকরির শর্তে স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকিলে, ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(১) “অসদাচরণ” অর্থ চাকরির শৃঙ্খলা বা নিয়মের হানিকর, অথবা কোনো কর্মচারীর পক্ষে শোভনীয় নয় এইরূপ আচরণ এবং নিম্নবর্ণিত আচরণসমূহও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:—

(ক) উর্ধ্বতন কর্মচারীর আইনসম্মত আদেশ অমান্যকরণ;

( ১৩৬১৫ )

মূল্য : টাকা ৫২.০০

- (খ) কর্তব্যে চরম অবহেলা;
- (গ) কোনো আইনসম্মত কারণ ব্যতিরেকে কর্পোরেশনের কোনো আদেশ, পরিপত্র এবং নির্দেশাবলির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন; এবং
- (ঘ) যে কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে অসম্মত, বিরক্তিকর, মিথ্যা বা তুচ্ছ অভিযোগ সংবলিত দরখাস্ত পেশ;
- (২) “উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ” অর্থ সংশ্লিষ্ট কার্যাদি নিষ্পত্তির জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হিসাবে কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ;
- (৩) “কর্তৃপক্ষ” অর্থ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার জন্য তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মচারী এবং উক্ত কর্মচারীর উর্ধ্বতন কোনো কর্মচারীও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৪) “কর্পোরেশন” অর্থ কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন;
- (৫) “কর্মচারী” অর্থ কর্পোরেশনের যে কোনো স্থায়ী বা স্থায়ী কর্মচারী;
- (৬) “জিপিএ” অর্থ গ্রেড পয়েন্ট গড় [Grade Point Average (GPA)];
- (৭) “তফসিল” অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;
- (৮) “নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ” অর্থ কর্পোরেশন এবং কোনো নির্দিষ্ট পদে নিয়োগের জন্য কর্পোরেশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মচারী;
- (৯) “পদ” অর্থ তফসিল-১ এ উল্লিখিত কোনো পদ;
- (১০) “পলায়ন” অর্থ বিনা অনুমতিতে চাকরি বা কর্মস্থল ত্যাগ করা, অথবা ৬০ (ষাট) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় যাবৎ কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকা, অথবা অনুমতিসহ কর্তব্যে অনুপস্থিতির ধারাবাহিকতায় অনুমোদিত মেয়াদের পর ৬০ (ষাট) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় পুনঃঅনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে অনুপস্থিত থাকা, অথবা বিনা অনুমতিতে দেশ ত্যাগ করা এবং ৩০ (ত্রিশ) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় বিদেশে অবস্থান করা, অথবা অনুমতিসহ দেশ ত্যাগ করিয়া বিনা অনুমতিতে অনুমোদিত সময়ের পর ৬০ (ষাট) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় বিদেশে অবস্থান;
- (১১) “প্রয়োজনীয় যোগ্যতা” অর্থ কোনো পদে নিয়োগের নিমিত্ত উক্ত পদের বিপরীতে তফসিলে উল্লিখিত ন্যূনতম যোগ্যতা;
- (১২) “শিক্ষানবিশ” অর্থ কোনো স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে শিক্ষানবিশ হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো কর্মচারী;
- (১৩) “সম্মানি” অর্থ বিশেষ বা কষ্টসাধ্য কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ অনাবর্তক ধরনের নগদ পুরস্কার;

- (১৪) “সিজিপিএ” অর্থ সামষ্টিক গ্রেড পয়েন্ট গড় [Cumulative Grade Point Average (CGPA)]; এবং
- (১৫) “স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়” বা “স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান” বা “স্বীকৃত ইনস্টিটিউট” বা “স্বীকৃত বোর্ড” অর্থে আপাতত বলবৎ কোনো আইনের দ্বারা বা অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান বা ইনস্টিটিউট বা বোর্ড এবং এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বলিয়া ঘোষিত অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান বা ইনস্টিটিউট বা বোর্ডও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

### দ্বিতীয় অধ্যায়

#### নিয়োগ পদ্ধতি, ইত্যাদি

৩। নিয়োগ পদ্ধতি।—(১) তফসিলে বর্ণিত বিধানাবলি সাপেক্ষে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯(৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলি সাপেক্ষে, যদি থাকে, কোনো পদে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়োগ প্রদান করিতে হইবে, যথা:—

- (ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;
- (খ) পদোন্নতির মাধ্যমে; এবং
- (গ) প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।

(২) কোনো ব্যক্তিকে কোনো পদে নিয়োগ করা যাইবে না যদি তজ্জন্য তাহার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে এবং সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার বয়স উক্ত পদের জন্য তফসিলে বর্ণিত সর্বোচ্চ বয়সসীমার মধ্যে না হয়।

৪। সরাসরি নিয়োগ।—(১) কোনো ব্যক্তি কোনো পদে সরাসরি নিয়োগ লাভের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি—

- (ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন, অথবা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা না হন, অথবা বাংলাদেশের ডমিসাইল না হন; এবং
- (খ) বাংলাদেশের নাগরিক নহেন এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়া থাকেন বা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়া থাকেন।

(২) কোনো ব্যক্তিকে কোনো পদে সরাসরি নিয়োগ করা যাইবে না, যদি—

- (ক) উক্ত পদে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিকে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত চিকিৎসা পর্ষদ বা চিকিৎসক স্বাস্থ্যগতভাবে উপযুক্ত বলিয়া প্রত্যয়ন না করিয়া থাকেন;
- (খ) এইরূপ নির্বাচিত ব্যক্তির পূর্ব কার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সির মাধ্যমে প্রতিপাদিত হয় এবং দেখা যায় যে, কর্পোরেশনের চাকরিতে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য তিনি উপযুক্ত নহেন;

- (গ) উক্ত পদের জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরখাস্ত আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ফিসহ যথাযথ ফরম ও নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল না করিয়া থাকেন; এবং
- (ঘ) সরকারি চাকরি বা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকরিতে নিয়োজিত থাকাকালীন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দরখাস্ত দাখিল না করিয়া থাকেন।

(৩) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সকল পদ উন্মুক্ত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে এবং বিভিন্ন সময় এইরূপ নিয়োগদানের ক্ষেত্রে, সময় সময়, সরকার কর্তৃক জারীকৃত কোটা সম্পর্কিত নির্দেশাবলি অনুসরণ করিতে হইবে।

(৪) কোনো পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে কর্পোরেশন কর্তৃক নিযুক্ত বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করিতে হইবে।

(৫) তফসিলে উল্লিখিত কোনো পদ পূরণের ক্ষেত্রে সরাসরি ও পদোন্নতির কোটা বিভাজনে কোনো ভগ্নাংশ আসিলে উভয় কোটায় ভগ্নাংশ পূর্ণ সংখ্যা হিসাবে পদোন্নতির কোটার সহিত যুক্ত হইবে।

৫। পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ।—(১) এতদুদ্দেশ্যে কর্পোরেশন কর্তৃক গঠিত সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কোনো পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে।

(২) যদি কোনো ব্যক্তির চাকরির বৃত্তান্ত সন্তোষজনক না হয় এবং নির্ধারিত যোগ্যতা ও মেধা অর্জন না করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি কোনো পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের যোগ্য বিবেচিত হইবেন না।

(৩) কোনো পদে পদোন্নতির উদ্দেশ্যে মেধা যাচাই এর জন্য লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, টেকনিক্যাল ও গবেষণাধর্মী পদের ক্ষেত্রে কর্পোরেশন স্থায়ী পদ্ধতিতে মেধা যাচাইপূর্বক পদোন্নতি প্রদান করিতে পারিবে।

৬। শিক্ষানবিশি।—(১) স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে কোনো পদে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তিকে শিক্ষানবিশি স্তরে—

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, স্থায়ী নিয়োগের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসরের জন্য; এবং

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, এইরূপ নিয়োগের তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসরের জন্য নিয়োগ করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া শিক্ষানবিশির মেয়াদ এইরূপ সম্প্রসারণ করিতে পারিবেন, যাহাতে বর্ধিত মেয়াদ সর্বসাকুল্যে ২ (দুই) বৎসরের অধিক না হয়।

(২) যেইক্ষেত্রে কোনো শিক্ষানবিশের শিক্ষানবিশ মেয়াদ চলাকালীন নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, তাহার আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক নহে, বা তাহার কর্মদক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই, সেইক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ—

- (ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, শিক্ষানবিশের চাকরির অবসান ঘটাইতে পারিবেন; এবং
- (খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাকে যেই পদ হইতে পদোন্নতি প্রদান করা হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবেন।

(৩) শিক্ষানবিশির মেয়াদ, বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে তাহাসহ, সম্পূর্ণ হইবার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ—

- (ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, শিক্ষানবিশির মেয়াদ চলাকালীন কোনো শিক্ষানবিশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল, তাহা হইলে উপ-বিধি (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, তাকে চাকরিতে স্থায়ী করিবেন এবং স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি চাকরিতে যোগদানের তারিখ হইতে চাকরিতে স্থায়ী হইবেন; এবং
- (খ) যদি মনে করেন যে, উক্ত মেয়াদ চলাকালে শিক্ষানবিশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল না, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ—
  - (অ) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার চাকরির অবসান ঘটাইতে পারিবেন; এবং
  - (আ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাকে যেই পদ হইতে পদোন্নতি প্রদান করা হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবেন।

(৪) কোনো শিক্ষানবিশকে কোনো নির্দিষ্ট পদে স্থায়ী করা হইবে না যতক্ষণ না নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিধিমালা অনুসারে, সময় সময়, যেই পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, সেই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

(৫) যেই সকল কর্মচারীর বয়স ৫০ (পঞ্চাশ) বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে সেইসকল কর্মচারীকে তফসিলে বর্ণিত পদের শিক্ষানবিশকাল শেষ হইবার ১ (এক) বৎসরের মধ্যে স্থায়ী হইবার ক্ষেত্রে উপ-বিধি (৪) এ বর্ণিত পরীক্ষা বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে না।

(৬) অস্থায়ীভাবে সৃষ্ট পদে অস্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি শিক্ষানবিশ হিসাবে গণ্য হইবেন না, তবে অস্থায়ী পদ যেই তারিখে স্থায়ী হইবে, সেই তারিখ হইতে উক্ত ব্যক্তির চাকরি উক্ত পদে স্থায়ী হইবে।

### তৃতীয় অধ্যায়

#### চাকরির সাধারণ শর্তাবলি

৭। **যোগদানের সময়।**—(১) এক চাকরিস্থল হইতে অন্য চাকরিস্থলে বদলির ক্ষেত্রে বা কোনো নূতন পদে যোগদানের জন্য কোনো কর্মচারী নিম্নরূপ সময় প্রাপ্য হইবেন, যথা:—

(ক) প্রস্তুতির জন্য ৬ (ছয়) দিন; এবং

(খ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত পন্থায় ভ্রমণে প্রকৃতপক্ষে অতিবাহিত সময়:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-বিধি অনুযায়ী যোগদানের সময় গণনার উদ্দেশ্যে সাপ্তাহিক ছুটির দিন গণনা করা হইবে না।

(২) কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্য যোগদানের সময় হাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৩) কোনো কর্মচারী এক চাকরিস্থল হইতে অন্যত্র বদলি অথবা চাকরিস্থল পরিবর্তন করিতে হয় এইরূপ কোনো নূতন পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে, তাহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী চাকরিস্থল, অথবা যেই স্থানে তিনি নিয়োগের বা বদলির আদেশ পাইয়াছেন, এই দুইয়ের মধ্যে যে স্থান কর্মচারীর জন্য অধিকতর সুবিধাজনক হয়, সেই স্থান হইতে তাহার যোগদানের সময় গণনা করা হইবে।

(৪) যদি কোনো কর্মচারী এক চাকরিস্থল হইতে অন্য চাকরিস্থল, বা এক পদ হইতে অন্য পদে যোগদানের অন্তর্বর্তীকালীন সময় ছুটি গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে তাহার দায়িত্ব হস্তান্তর করিবার পর হইতে যেই সময় অতিবাহিত হইবে, তাহা মেডিকেল সার্টিফিকেট পেশ করিয়া ছুটি গ্রহণ না করিলে, ছুটির অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৫) সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীগণ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগ পাইলে তাহাদের পূর্বের চাকরির মেয়াদকাল শুধু পেনশন বা প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল বা গ্রাচুইটি বিষয়ক আর্থিক সুবিধাদি গ্রহণের ক্ষেত্রে গণনা করা হইবে এবং পূর্বের কর্মস্থলের পেনশন স্কিম বা প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল বা গ্রাচুইটি স্থানান্তরিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পূর্বের চাকরিস্থল হইতে প্রাপ্ত পেনশন বা প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল বা গ্রাচুইটি গ্রহণকারী ব্যক্তির জন্য ইহা প্রযোজ্য হইবে না এবং পূর্বের চাকরিকাল জ্যেষ্ঠতার ক্ষেত্রে গণনাযোগ্য হইবে না।

৮। **বেতন ও ভাতা।**—স্বায়ত্তশাসিত, স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত বেতন ও ভাতাদি আদেশ, প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ, প্রযোজ্য হইবে।

৯। **প্রারম্ভিক বেতন।**—(১) কোনো পদে কোনো কর্মচারীকে প্রথম নিয়োগের সময়ে উক্ত পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্ন বেতনই হইবে তাহার প্রারম্ভিক বেতন।

(২) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিশেষ মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ তাহাকে, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত বেতন ও ভাতাদি আদেশে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন প্রদান করা যাইবে।

(৩) সরকার ইহার কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, সময় সময়, যেই নির্দেশাবলি জারি করিবে, তদনুসারে কর্পোরেশনের কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষণ করা যাইবে।

১০। **পদোন্নতির ক্ষেত্রে বেতন**—কোনো কর্মচারীর পদোন্নতির ক্ষেত্রে যেই পদে তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হইয়াছে সাধারণত সেই পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্ন স্তরে তাহার বেতন নির্ধারিত হইবে এবং উক্ত সর্বনিম্ন বেতন অপেক্ষা তাহার পূর্বের পদে প্রাপ্ত স্কেলের বেতন উচ্চতর হইলে, উচ্চতর পদের জন্য প্রাপ্য বেতনক্রমে তাহার পূর্বের পদের মূল বেতনের অব্যবহিত উপরের স্তরে তাহার বেতন নির্ধারিত হইবে।

১১। **বেতন বর্ধন**—(১) বেতন বর্ধন স্থগিত রাখা না হইলে, কর্পোরেশনের সকল কর্মচারীর বার্ষিক বেতন বর্ধনের তারিখ হইবে প্রত্যেক বৎসরের ১লা জুলাই।

(২) যদি বেতন বর্ধন স্থগিত রাখা হয়, তাহা হইলে উহা যেই মেয়াদ পর্যন্ত স্থগিত রাখা হইবে, স্থগিতকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত মেয়াদ উল্লেখ করিবে।

(৩) কোনো শিক্ষানবিশ সন্তোষজনকভাবে শিক্ষানবিশকাল সমাপ্ত না করিলে এবং চাকরিতে স্থায়ী না হইলে, তিনি বেতন বর্ধনের অধিকারী হইবেন না।

(৪) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত বেতন ও ভাতাদি আদেশ এবং অন্যান্য পরিপত্র, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, প্রযোজ্য হইবে।

১২। **জ্যেষ্ঠতা**—(১) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোনো পদে কোনো কর্মচারীর জ্যেষ্ঠতা সেই পদে তাহার যোগদানের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

(২) একই সময় একাধিক কর্মচারী নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে, তাহাদের মেধা তালিকা অনুসারে সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটি যে সুপারিশ করিবে সেই সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতা স্থির করিবে।

(৩) একই বৎসর বা সময় সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের উপর পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ জ্যেষ্ঠতা পাইবেন।

(৪) যেইক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তিকে একই সময় পদোন্নতি প্রদান করা হইবে, সেইক্ষেত্রে যেই পদ হইতে পদোন্নতি প্রদান করা হইয়াছে সেই পদে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে তাহাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা স্থির করা হইবে।

(৫) পদের সহিত সম্পৃক্ত বিষয়ের উপর উচ্চ শিক্ষা বা প্রশিক্ষণে থাকাকালীন পদোন্নতির সময় হইলে তিনি ফিরিয়া আসিবার পর মেধা যাচাইপূর্বক তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হইবে এবং এই ক্ষেত্রে পরে পদোন্নতি পাইলেও তাহার জ্যেষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

(৬) বিভিন্ন পদের সমন্বিত জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রেডের প্রারম্ভিক পদে নিয়মিত যোগদানের তারিখের ভিত্তিতে সমন্বিত জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হইবে।

(৭) কর্পোরেশন ইহার কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতা তালিকা রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং, সময় সময়, তাহাদের অবগতির জন্য প্রকাশ করিবে।

১৩। পদোন্নতি।—(১) তফসিলের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোনো কর্মচারীকে পরবর্তী উচ্চতর পদে পদোন্নতির জন্য বিবেচনা করা যাইবে।

(২) কেবল জ্যেষ্ঠতার কারণে কোনো ব্যক্তি অধিকার হিসাবে তাহার পদোন্নতি দাবি করিতে পারিবে না।

(৩) চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর গ্রেড ৫ (টাকা ৪৩০০০-৬৯৮৫০/-) ও তদুর্ধ্ব বেতনক্রমের পদসমূহের পদোন্নতি মেধা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে হইবে।

(৪) কোনো কর্মচারীকে, তাহার অসাধারণ কৃতিত্ব, কর্তব্য ও নিষ্ঠা এবং চাকরিকালীন উচ্চতর পদের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র হিসাবে, পালা অতিক্রম করত পদোন্নতি প্রদান করা যাইবে।

১৪। প্রেষণ ও পূর্বস্বত্ব।—(১) উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে, কর্পোরেশন যদি মনে করে যে, উহার কোনো কর্মচারীর পারদর্শিতা এবং তৎকর্তৃক গ্রহীত বিশেষ প্রশিক্ষণ অন্য কোনো কর্পোরেশন, অতঃপর হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা বলিয়া উল্লিখিত, এর জন্য প্রয়োজনীয়, তাহা হইলে কর্পোরেশন এবং হাওলাত গ্রহীতা সংস্থা মধ্যে পারস্পরিকভাবে সম্মত মেয়াদে ও শর্তাধীনে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থার অনুরূপ বা সদৃশ পদে কর্মরত থাকিবার জন্য কোনো কর্মচারীকে নির্দেশ দেওয়া যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো কর্মচারীকে তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে হাওলাত গ্রহীতা সংস্থায় কর্মরত থাকিবার নির্দেশ প্রদান করা যাইবে না।

(২) কোনো পাবলিক কর্পোরেশন, কর্পোরেশনের কোনো কর্মচারীর চাকরির আবশ্যিকতা রহিয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিলে কর্পোরেশন এর নিকট অনুরূপ আবশ্যিকতার কারণ বর্ণনা করিয়া অনুরোধ জানাইবে এবং অনুরোধ প্রাপ্তির পর কর্পোরেশন উক্ত কর্মচারীর সম্মতি লইয়া হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা কর্তৃক উল্লিখিত শর্তাবলির ভিত্তিতে তাহার প্রেষণের শর্তাবলি নির্ধারণ করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর বিধান সত্ত্বেও, প্রেষণে বদলির শর্তাবলিতে নিম্নরূপ বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:—

(ক) প্রেষণে বদলির সময়কাল, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ব্যতীত, ৩ (তিন) বৎসরের অধিক হইবে না;

(খ) কর্পোরেশনের চাকরিতে উক্ত কর্মচারীর পূর্বস্বত্ব থাকিবে এবং প্রেষণে বদলির সময়কাল শেষ হইবার পর অথবা তৎপূর্বেই উহার অবসান ঘটিলে তিনি কর্পোরেশনের চাকরিতে প্রত্যাবর্তন করিবেন; এবং

(গ) হাওলাত গ্রহীতা সংস্থা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ভবিষ্য তহবিল ও পেনশন তহবিল, যদি থাকে, অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা বিধান করিবে।

(৪) কোনো কর্মচারী প্রেষণে থাকাকালীন, তিনি কর্পোরেশনের চাকরিতে পদোন্নতির জন্য বিবেচনাযোগ্য হইলে তাহার পদোন্নতির বিষয় অন্যান্যদের সহিত একত্রে বিবেচনা করা হইবে এবং পদোন্নতি কার্যকর করিবার জন্য তাহাকে কর্পোরেশনে প্রত্যাবর্তন করাইতে হইবে।

(৫) কোনো কর্মচারী প্রেষণে থাকাকালীন তাহার পদোন্নতি কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে কর্পোরেশন তাহাকে ফেরত চাহিলে, তিনি যদি যথাসময়ে ফেরত না আসেন, তবে পদোন্নতি প্রদত্ত পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা তাহার প্রকৃত যোগদানের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

(৬) যদি কোনো কর্মচারীকে হাওলাত গ্রহীতা সংস্থার স্বার্থে প্রেষণে থাকিবার অনুমতি প্রদান করা হয়, তাহা হইলে কোনো আর্থিক সুবিধা ছাড়া পরবর্তী ধাপ (Next Below Rule) অনুযায়ী পদোন্নতি প্রদত্ত পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা সংরক্ষণ করা হইবে।

(৭) শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থার বিষয়ে হাওলাত গ্রহীতা সংস্থা প্রেষণে কর্মরত কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম সূচনা করিবার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম সূচনা করা হইয়াছে, তাহা হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা, কর্পোরেশনকে অবিলম্বে অবহিত করিবে।

(৮) প্রেষণে কর্মরত কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে সূচিত শৃঙ্খলামূলক কার্যধারায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, তাহার উপর কোনো দণ্ড আরোপ করা আবশ্যিক, তাহা হইলে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা উহার রেকর্ডসমূহ কর্পোরেশনের নিকট প্রেরণ করিবে এবং অতঃপর কর্পোরেশন যেইরূপ প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

### চতুর্থ অধ্যায়

### ছুটি, ইত্যাদি

৫। বিভিন্ন প্রকারের ছুটি—(১) কোনো কর্মচারী নিম্নবর্ণিত যেকোনো ধরনের ছুটি প্রাপ্য হইবেন, যথা:—

- (ক) পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি ;
- (খ) অর্ধ গড় বেতনে ছুটি ;
- (গ) প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি
- (ঘ) অসাধারণ ছুটি ;
- (ঙ) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ;
- (চ) সঞ্জারোধ ছুটি ;
- (ছ) প্রসূতি ছুটি ;

- (জ) অবসর উত্তর ছুটি;  
 (ঝ) অধ্যয়ন ছুটি ;  
 (ঞ) নৈমিত্তিক ছুটি; এবং  
 (ট) শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি।

(২) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোনো কর্মচারীকে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ও অধ্যয়ন ছুটি ব্যতীত অন্যবিধ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন এবং ইহা সাপ্তাহিক ছুটি বা সরকারি ছুটির দিনের সহিত সংযুক্ত করিয়াও প্রদান করা যাইবে।

(৩) কর্পোরেশনের পূর্বানুমোদন লইয়া উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ও অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

১৬। **পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি।**—(১) প্রত্যেক কর্মচারী তৎকর্তৃক দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত কার্যদিবসের ১/১১ হারে পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি অর্জন করিবেন এবং পূর্ণ গড় বেতনে প্রাপ্য এককালীন ছুটির পরিমাণ ৪(চার) মাসের অধিক হইবে না।

(২) অর্জিত ছুটির পরিমাণ ৪(চার) মাসের অধিক হইলে, তাহা ছুটির হিসাবের অন্য খাতে জমা দেখানো হইবে, উহা হইতে চিকিৎসা সনদ উপস্থাপন সাপেক্ষে অথবা বাংলাদেশের বাহিরে ধর্মীয় সফর, অধ্যয়ন বা অবকাশ ও চিত্তবিনোদনের জন্য পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

১৭। **অর্ধ গড় বেতনে ছুটি।**—(১) প্রত্যেক কর্মচারী তৎকর্তৃক দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত কার্যদিবসের ১/১২ হারে অর্ধ গড় বেতনে ছুটি অর্জন করিবেন এবং এইরূপ ছুটি জমা হইবার কোনো সীমা থাকিবে না।

(২) চিকিৎসা সনদ দাখিল সাপেক্ষে, অর্ধ গড় বেতনে ২ (দুই) দিনের ছুটির পরিবর্তে ১ (এক) দিনের পূর্ণ গড় বেতনে ছুটির হারে সর্বোচ্চ ১২ (বার) মাস পর্যন্ত পূর্ণ গড় বেতনে ছুটিতে রূপান্তর করা যাইবে।

১৮। **প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি।**—(১) চিকিৎসা সনদ দ্বারা সমর্থিত হইলে, কোনো কর্মচারীকে তাহার সমগ্র চাকরি জীবনে সর্বোচ্চ ১২ (বার) মাস পর্যন্ত এবং অন্য কোনো কারণে হইলে, ৩(তিন) মাস পর্যন্ত অর্ধ গড় বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

(২) যখন কোনো কর্মচারী তাহার ছুটি পাওনা হওয়ার পূর্বেই প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি ভোগ করিয়া ফিরিয়া আসেন তখন তিনি পূর্বেই যেই ছুটি ভোগ করিয়াছেন সেই ছুটি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত নূতনভাবে অর্ধ গড় বেতনে কোনো ছুটি পাইবার অধিকারী হইবেন না।

১৯। **অসাধারণ ছুটি।**—(১) যখন কোনো কর্মচারীর অন্য কোনো ছুটি পাওনা না থাকে বা অন্য প্রকার কোনো ছুটি পাওনা থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কর্মচারী লিখিতভাবে অসাধারণ ছুটির জন্য আবেদন করেন, তখন তাহাকে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

(২) অসাধারণ ছুটির মেয়াদ একবারে ৩(তিন)মাসের অধিক হইবে না, তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উক্ত ছুটির মেয়াদ বর্ধিত করা যাইবে, যথা:—

- (ক) যেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী এই শর্তে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণের অনুমতি প্রাপ্ত হন যে, উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য তিনি কর্পোরেশনে চাকরি করিবেন; অথবা
- (খ) যেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী চিকিৎসাধীন রহিয়াছেন; অথবা
- (গ) যেই ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত কর্মচারী তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে কর্তব্যে যোগদান করিতে অসমর্থ।

(৩) ছুটি মঞ্জুর করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ কোনো কর্মচারীর বিনা ছুটিতে অনুপস্থিতির সময়কে ভূতাপেক্ষ কার্যকরতাসহ অসাধারণ ছুটিতে রূপান্তর করিতে পারিবে।

(৪) অসাধারণ ছুটিকাল বিনা বেতনে ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে।

২০। **বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি।**—(১) কোনো কর্মচারী তাহার যথাযথ কর্তব্য পালনকালীন বা উহা পালনের পরিণতিতে অথবা তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া অক্ষম হইলে, উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ তাকে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(২) যে অক্ষমতার কারণে অক্ষমতাজনিত ছুটির জন্য আবেদন করা হইয়াছে, সেই অক্ষমতা ৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রকাশ না পাইলে এবং সেই ব্যক্তি অক্ষম হন, সেই ব্যক্তি অনুরূপ অক্ষমতার কারণে অবিলম্বে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করিলে, বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা হইবে না।

(৩) যে মেয়াদের জন্য বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি প্রয়োজন বলিয়া চিকিৎসা পর্যদ প্রত্যয়ন করিবে সেই মেয়াদের জন্য বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা হইবে এবং চিকিৎসা পর্যদ প্রত্যয়ন ব্যতিরেকে তাহা বর্ধিত করা হইবে না এবং উক্ত ছুটি কোনোক্রমেই ২৪(চব্বিশ) মাসের অধিক হইবে না।

(৪) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি অন্য যেকোনো ছুটির সঙ্গে সংযুক্ত করা যাইবে।

(৫) যদি একই ধরনের অবস্থায় পরবর্তীতে কোনো সময় অক্ষমতা বৃদ্ধি পায় বা উহার পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাহা হইলে একাধিকবার বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে, তবে অনুরূপ ছুটির পরিমাণ ২৪(চব্বিশ) মাসের অধিক হইবে না এবং উক্ত ছুটি যেকোনো একটি অক্ষমতার কারণে মঞ্জুর করা যাইবে।

(৬) কেবল আনুতোষিকের এবং যেইক্ষেত্রে অবসর ভাতা প্রাপ্য হইয়াছেন, সেইক্ষেত্রে অবসর ভাতার বিষয়ে চাকরি হিসাব করিবার সময় বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি কর্তব্য পালনের সময় হিসাবে গণনা করা হইবে এবং ইহা ছুটির হিসাব হইতে বিয়োজন করা হইবে না।

(৭) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটিকালীন বেতন হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) উপ-বিধি (৫) এর অধীন মঞ্জুরকৃত ছুটির মেয়াদসহ যেকোনো মেয়াদের ছুটির প্রথম ৪ (চার) মাসের জন্য পূর্ণ গড় বেতন; এবং

(খ) এইরূপ কোনো ছুটির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্ধ গড় বেতন।

(৮) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানসমূহের প্রযোজ্যতা এইরূপ কর্মচারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য করা যাইবে যিনি তাহার কর্তব্য পালনকালীন বা উহা পালনের পরিণতিতে অথবা তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে, দুর্ঘটনাবশত আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন অথবা যিনি নির্দিষ্ট কোনো কর্তব্য পালনকালীন তাহার পদের স্বাভাবিক ঝুঁকি বহির্ভূত অসুস্থতা বা জখম বাড়াইয়া তোলার সম্ভাবনা থাকে এইরূপ অসুস্থতার কারণে অক্ষম হইয়াছেন।

২১। **সঙ্গরোধ ছুটি।**—(১) কোনো কর্মচারীর তাহার পরিবারে বা গৃহে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত আদেশ দ্বারা নির্ধারণকৃত সংক্রামক ব্যাধি থাকিবার কারণে যদি আদেশ দ্বারা উক্ত কর্মচারীকে অফিসে উপস্থিত না হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়, তাহা হইলে যেই সময়ের জন্য উক্তরূপ নির্দেশ কার্যকর থাকিবে সেই সময়কাল হইবে সঙ্গরোধ ছুটি।

(২) অফিস প্রধান কোনো চিকিৎসা পর্যদ বা নিবন্ধিত চিকিৎসকের সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে অনূর্ধ্ব ২১ (একুশ) দিন, অথবা অস্বাভাবিক অবস্থায় ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য সঙ্গরোধ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(৩) সঙ্গরোধের জন্য উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত মেয়াদের অতিরিক্ত ছুটি প্রয়োজন হইলে উহা সাধারণ ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) এই বিধিমালা অনুযায়ী প্রাপ্য সর্বাধিক ছুটি সাপেক্ষে, প্রয়োজন হইলে অন্যবিধ ছুটির সহিত সঙ্গরোধ ছুটিও মঞ্জুর করা যাইবে।

(৫) সঙ্গরোধ ছুটিতে থাকাকালীন কোনো কর্মচারীকে তাহার দায়িত্ব পালনে অনুপস্থিত বলিয়া গণ্য করা হইবে না।

২২। **প্রসূতি ছুটি।**—(১) কোনো কর্মচারীকে পূর্ণ গড় বেতনে সর্বাধিক ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে এবং উহা তাহার পাওনা ছুটির হিসাব হইতে বাদ দেওয়া যাইবে না।

(২) কোনো নারী কর্মচারী, যাহার ৬ (ছয়) মাসের কম বয়সী সন্তান রহিয়াছে, চাকরিতে প্রথম যোগদান করিলে তাহার সন্তানের বয়স ৬ (ছয়) মাস পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

(৩) প্রসূতি ছুটি মঞ্জুরির অনুরোধ কোনো নিবন্ধিত চিকিৎসক কর্তৃক সমর্থিত হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বিবেচনা সাপেক্ষে কর্মচারীর প্রাপ্য অন্য যে কোনো ছুটির সহিত একত্রে বা সম্প্রসারিত করিয়া মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(৪) কর্পোরেশনে কর্মরত কোনো কর্মচারীকে ২ (দুই) বারের অধিক প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে না।

২৩। **অবসর উত্তর ছুটি।**—(১) কোনো কর্মচারী অর্জিত ছুটি পাওনা সাপেক্ষে ১২ (বার) মাস পর্যন্ত পূর্ণ গড় বেতনে অবসর উত্তর ছুটি পাইবেন, কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা কর্মচারীর ক্ষেত্রে ৬১ (একষষ্টি) বৎসর এবং অন্যান্য কর্মচারীর ক্ষেত্রে ৬০ (ষাট) বৎসরের বয়স সীমা অতিক্রমের পর উহা সম্প্রসারণ করা যাইবে না।

(২) কোনো কর্মচারী তাহার অবসর গ্রহণের তারিখের কমপক্ষে ১ (এক) মাস পূর্বে অবসর উত্তর ছুটির জন্য আবেদন না করিলে তাহার পাওনা ছুটি অবসর গ্রহণের তারিখের পর তামাদি হইয়া যাইবে।

(৩) কোনো কর্মচারী তাহার অবসর গ্রহণের তারিখের পরবর্তী দিনে অবসর উত্তর ছুটিতে যাইবেন।

২৪। **অধ্যয়ন ছুটি।**—(১) কর্পোরেশনের কোনো কর্মচারীকে তাহার চাকরির জন্য সহায়ক এইরূপ বৈজ্ঞানিক, কারিগরি বা অনুরূপ বিষয়াদি অধ্যয়ন অথবা বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অর্ধ গড় বেতনে অনধিক ১২ (বার) মাস পর্যন্ত অধ্যয়নের জন্য ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে, যাহা তাহার ছুটির হিসাব হইতে বাদ দেওয়া যাইবে না।

(২) যেই ক্ষেত্রে কোনো কর্মচারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং তিনি পরবর্তীকালে দেখিতে পান যে, মঞ্জুরিকৃত ছুটির মেয়াদ তাহার শিক্ষা কোর্স ও পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মেয়াদ অপেক্ষা কম, সেইক্ষেত্রে সময়ের স্বল্পতা পূরণকল্পে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তাকে অনধিক ১ (এক) বৎসরের জন্য উক্ত অধ্যয়ন ছুটির মেয়াদ বর্ধিত করিতে পারিবে।

(৩) পূর্ণ গড় বেতনে বা অর্ধ গড় বেতনে ছুটি বা অসাধারণ ছুটির সহিত একত্রে অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে, তবে এইরূপ মঞ্জুরিকৃত ছুটি কোনো ক্রমেই একত্রে মোট ২ (দুই) বৎসরের অধিক হইবে না।

২৫। **নৈমিত্তিক ছুটি।**—(১) সরকার, সময় সময়, উহার কর্মচারীদের জন্য প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে মোট যতদিন নৈমিত্তিক ছুটি নির্ধারণ করিবে কর্মচারীগণ মোট ততদিন নৈমিত্তিক ছুটি পাইবেন।

(২) সরকারি কর্মচারীদের জন্য নৈমিত্তিক ছুটি সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি-বিধান কর্পোরেশনের কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

২৬। **শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি।**—সরকারি কর্মচারীদের জন্য শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি সংক্রান্ত বিধি-বিধান কর্পোরেশনের কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

২৭। **ছুটির পদ্ধতি।**—(১) প্রত্যেক কর্মচারীর ছুটির হিসাব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম ও পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।

(২) ছুটির আবেদন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে করিতে হইবে।

(৩) আবেদনকারী কর্মচারী যাহার অধীনে কর্মরত রহিয়াছেন তাহার সুপারিশক্রমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(৪) বিশেষ পরিস্থিতিতে, কোনো কর্মচারী যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, তাহার অধীন কর্মরত কোনো কর্মচারীর ছুটি পাওনা রহিয়াছে, তবে তিনি আনুষ্ঠানিক মঞ্জুরি আদেশ সাপেক্ষে তাহাকে অনূর্ধ্ব ১৫ (পনের) দিনের জন্য ছুটিতে যাইবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

২৮। **ছুটিকালীন বেতন।**—(১) কোনো কর্মচারী পূর্ণ গড় বেতনে ছুটিতে থাকাকালীন উক্ত ছুটি আরম্ভের পূর্বে তিনি সর্বশেষ যে মূল বেতন পাইয়াছেন সেই বেতনের সমান হারে ছুটিকালীন বেতন পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) কোনো কর্মচারী অর্ধ গড় বেতনে ছুটিতে থাকাকালীন, উক্ত ছুটি আরম্ভের পূর্বে তিনি সর্বশেষ যে মূল বেতন পাইয়াছেন সেই বেতনের অর্ধ-হারে ছুটিকালীন বেতন পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৩) ছুটি যে দেশেই ভোগ করা হউক, ছুটিকালীন বেতন বাংলাদেশি মুদ্রায় বাংলাদেশে প্রদেয় হইবে।

২৯। **ছুটি হইতে প্রত্যাবর্তন।**—ছুটি ভোগরত কোনো কর্মচারীকে ছুটির মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে দায়িত্ব পালনের জন্য তলব করা যাইবে এবং তাহাকে অনুরূপভাবে তলব করা হইলে, তিনি যে কর্মস্থলে ফিরিয়া আসিবার জন্য নির্দেশিত হইয়াছেন, উহার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইবার তারিখ হইতে কর্মরত বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং এই এতদুদ্দেশ্যে ভ্রমণের জন্য উক্ত কর্মচারী ভ্রমণ ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

৩০। **ছুটির নগদায়ন।**—(১) অবসরকালে অর্জিত ছুটি পাওনা সাপেক্ষে কোনো কর্মচারী ১৮ (আঠারো) মাসের ছুটি নগদায়ন অর্থাৎ ১৮ (আঠারো) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রাপ্য হইবেন, অবসর-উত্তর ছুটি (PRL) এবং ছুটি নগদায়নের ক্ষেত্রে ২ (দুই) দিনের অর্ধগড় বেতনের ছুটিকে ১ (এক) দিনের পূর্ণ গড় বেতনে ছুটিতে রূপান্তর (Conversion) করা যাইবে।

(২) কোনো কর্মচারী অবসরকালীন মূল বেতনের ভিত্তিতে উক্ত নগদায়ন সুবিধা অবসর-উত্তর ছুটির শুরুতে প্রাপ্য হইবেন এবং অবসর-উত্তর ছুটি ভোগ না করিলেও তিনি এ আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।

### পঞ্চম অধ্যায়

#### ভাতা, ইত্যাদি

৩১। **ভ্রমণ ভাতা, দৈনিক ভাতা।**—কোনো কর্মচারী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাহার দায়িত্ব পালনার্থে ভ্রমণকালে বা বদলি উপলক্ষ্যে ভ্রমণকালে, সরকার কর্তৃক উহার কর্মচারীদের জন্য সময় সময়, নির্ধারিত হার ও শর্তাবলি অনুযায়ী ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

৩২। **সম্মানি, ইত্যাদি।**—(১) কর্পোরেশন উহার কোনো কর্মচারীকে, সাময়িক প্রকৃতির কোনো কর্ম সম্পাদনের জন্য অথবা বিশেষ মেধার প্রয়োজন হয় এইরূপ নব-প্রবর্তনমূলক বা গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কর্ম সম্পাদনের জন্য অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত আদেশ বা পরিপত্রের ভিত্তিতে সম্মানি হিসাবে অর্থ বা নগদ অর্থ বা পুরস্কার প্রদানের যৌক্তিকতা থাকিলে উক্ত সম্মানি বা পুরস্কার প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো সম্মানি বা নগদ অর্থ বা পুরস্কার মঞ্জুর করা হইবে না, যদি এতদুদ্দেশ্যে গঠিত কমিটি কর্তৃক তাহা সুপারিশ করা না হয়।

৩৩। **কার্যভার ভাতা।**—কোনো কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে কমপক্ষে ২১ (একুশ) দিনের জন্য তাহার স্থায়ী দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে সমপদের অথবা উচ্চতর কোনো পদের দায়িত্ব পালন করিলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত আদেশে উল্লিখিত হার ও শর্তে কার্যভার ভাতা প্রাপ্ত হইবে, তবে এইরূপ দায়িত্বের মেয়াদ ৬ (ছয়) মাসের অধিক হইলে ৬ (ছয়) মাস অতিক্রমের পূর্বে অর্থ বিভাগের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৩৪। **ভাতা ও বোনাস।**—অর্থ বিভাগ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে, সময় সময়, জারীকৃত আদেশ মোতাবেক কর্পোরেশনের কর্মচারীগণকে উৎসব ভাতা, বাংলা নববর্ষ ভাতা ও বোনাস প্রদান করা যাইতে পারে।

### ষষ্ঠ অধ্যায়

#### চাকরির বৃত্তান্ত

৩৫। **চাকরির বৃত্তান্ত।**—(১) পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য চাকরির বৃত্তান্ত রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে এবং উহা কর্পোরেশন কর্তৃক নির্দিষ্ট চাকরি বহিতে সংরক্ষিত থাকিবে।

(২) কোনো কর্মচারী কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীর উপস্থিতিতে প্রত্যেক বৎসরে ১ (এক) বার তাহার চাকরি বহি দেখিতে পারিবেন এবং এইরূপে দেখিবার পর উহাতে লিপিবদ্ধ বিষয়াদি সঠিক ও সম্পূর্ণ বলিয়া উল্লেখপূর্বক তারিখসহ স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) যদি কোনো কর্মচারী তাহার চাকরি বহি পরিদর্শনকালে উহাতে কোনো ভুল বা বিলুপ্তি দেখিতে পান, তাহা হইলে তিনি উহা সংশোধনের জন্য ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে বিষয়টি লিখিতভাবে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীর দৃষ্টিগোচর করিবেন।

৩৬। **বার্ষিক অনুবেদন।**—(১) কর্পোরেশন উহার কর্মচারীগণ কর্তৃক সম্পাদিত কার্য এবং তাহাদের আচরণ সম্পর্কিত বার্ষিক অনুবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি প্রস্তুত করিবে এবং উক্ত অনুবেদন বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন নামে অভিহিত হইবে এবং কর্পোরেশনে কোনো কর্মচারীর বিশেষ গোপনীয় অনুবেদন প্রয়োজন হইলে তাহাও উক্ত কর্মচারীর নিকট উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ চাহিতে পারিবেন।

(২) কোনো কর্মচারী তাহার গোপনীয় অনুবেদন দেখিতে পারিবেন না কিন্তু উহাতে কোনো বিরূপ মন্তব্য থাকিলে উহার কৈফিয়ত প্রদানের বা তাহার নিজের সংশোধনের সুযোগ দেওয়ার জন্য তাকে তৎসম্পর্কে অবহিত করা হইবে, এবং কৈফিয়ত সন্তোষজনক হইলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিরূপ মন্তব্য বিমোচন করিতে পারিবে।

## সপ্তম অধ্যায়

## আচরণ ও শৃঙ্খলা

৩৭। আচরণ ও শৃঙ্খলা।—(১) প্রত্যেক কর্মচারী—

- (ক) এই বিধিমালা মানিয়া চলিবেন;
- (খ) যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের এখতিয়ার, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে আপাতত কর্মে নিয়োজিত রহিয়াছেন, তাহার বা তাহাদের দ্বারা, সময় সময়, প্রদত্ত সকল আদেশ ও নির্দেশ পালন এবং মানিয়া চলিবেন; এবং
- (গ) সততা ও অধ্যবসায়ের সহিত কর্পোরেশন এর চাকরি করিবেন।

(২) কোনো কর্মচারী—

- (ক) কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিবেন না, উহার সাহায্যার্থে চাঁদা প্রদান বা অন্য কোনো উপায়ে সহায়তা করিবেন না এবং কর্পোরেশনের স্বার্থের পরিপন্থি কোনো কার্যকলাপে নিজেকে জড়িত করিবেন না;
- (খ) তাহার অব্যবহিত উর্ধ্বতন কর্মচারীর পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে দায়িত্বে অনুপস্থিত থাকিবেন না কিংবা চাকরিস্থল ত্যাগ করিবেন না;
- (গ) কর্পোরেশনের সহিত লেনদেন রহিয়াছে কিংবা লেনদেন থাকিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এইরূপ ব্যক্তিদের নিকট হইতে কোনো দান গ্রহণ করিবেন না;
- (ঘ) কোনো বিমা কোম্পানির এজেন্ট হিসাবে কাজ করিবেন না;
- (ঙ) কোনো ব্যবসায়িক কার্যে নিয়োজিত হইবেন না বা নিজে বা অন্য কোনো ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসাবে কোনো ব্যবসা পরিচালনা করিবেন না;
- (চ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বাহিরের কোনো বৈতনিক বা অবৈতনিক চাকরি গ্রহণ করিবেন না; এবং
- (ছ) সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুরোধ ব্যতীত অন্য কোনো খণ্ডকালীন কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না।

(৩) কোনো কর্মচারী বিনা অনুমতিতে কর্মে অনুপস্থিত বা বিনা অনুমতিতে অফিস ত্যাগ বা বিলম্বে উপস্থিত হইলে, তাহার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) কোনো কর্মচারী কর্পোরেশনের নিকট বা উহার কোনো সদস্যের নিকট কোনো ব্যক্তিগত নিবেদন পেশ করিতে পারিবেন না এবং কোনো নিবেদন থাকিলে, তাহা কর্মচারীর অব্যবহিত উর্ধ্বতন কর্মচারীর মাধ্যমে পেশ করিতে হইবে।

(৫) কোনো কর্মচারী তাহার চাকরি সম্পর্কিত কোনো দাবির সমর্থনে কর্পোরেশনের সদস্য বা উহার কোনো কর্মচারীর উপর রাজনৈতিক বা বাহিরের কোনো প্রভাব বিস্তার করিবেন না অথবা বিস্তারের চেষ্টা করিবেন না।

(৬) কোনো কর্মচারী তাহার কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য কোনো অনুরোধ বা প্রস্তাব লইয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরাসরি কোনো মন্ত্রী বা সংসদ সদস্য বা অন্য কোনো বেসরকারি বা সরকারি ব্যক্তির শরণাপন্ন হইবেন না।

(৭) কোনো কর্মচারী কর্পোরেশনের বিষয়াদি সম্পর্কে সংবাদপত্র বা অন্য কোনো গণমাধ্যমের সহিত কোনো যোগাযোগ স্থাপন করিবেন না।

(৮) প্রত্যেক কর্মচারী অভ্যাসগতভাবে ঋণগ্রস্ততা পরিহার করিবেন।

(৯) এই বিধিমালায় বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে, কোনো কর্মচারী উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে, নিকট আত্মীয় বা ব্যক্তিগত বন্ধু ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে এইরূপ কোনো উপহার গ্রহণ করিতে বা তাহার পরিবারের কোনো সদস্যকে বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তিকে গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন না, যাহা গ্রহণ কর্তব্য পালনে উপহার দাতার নিকট তাকে যেকোনো প্রকার বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ করে, তবে যদি অনুচিত মনঃকষ্ট প্রদান ব্যতিরেকে উপহারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করা যায়, তাহা হইলে উপহার গ্রহণপূর্বক নিষ্পত্তির সিদ্ধান্তের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ধর্মীয় বা সামাজিক প্রথা অনুযায়ী যেসকল বিবাহ অনুষ্ঠান, বার্ষিকী, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উপহার গ্রহণের রীতি প্রচলিত ঐ সকল অনুষ্ঠানে দাপ্তরিক লেনদেনের সহিত সম্পৃক্ত নয়, এইরূপ নিকটাত্মীয় বা ব্যক্তিগত বন্ধুর নিকট হইতে মাঝে মধ্যে উপহার গ্রহণ করা যাইবে, তবে উপহারের মূল্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকার অধিক হইলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে।

(১০) কোনো কর্মচারী তাহার এখতিয়ারাধীন এলাকার কোনো ব্যক্তি বা শিল্প প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো সংস্থায় ঘন ঘন অমিতব্যয়ী দাওয়াত বা ঘন ঘন দাওয়াত পরিহার করিবেন।

৩৮। যৌতুক দেওয়া ও নেওয়া।—কোনো কর্মচারী—

(ক) যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করিতে অথবা যৌতুক প্রদানে বা গ্রহণে প্ররোচিত করিতে পারিবেন না; অথবা

(খ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, ক্ষেত্রমত, কন্যা বা বরের পিতা-মাতা বা অভিভাবকের নিকট যৌতুক দাবি করিতে পারিবেন না।

৩৯। মূল্যবান সামগ্রী ও স্থাবর সম্পত্তি অর্জন ও হস্তান্তর।—(১) প্রকৃত ব্যবসায়ীর সহিত সরল বিশ্বাসে লেনদেনের ক্ষেত্র ব্যতিরেকে, কোনো কর্মচারী তাহার কর্মস্থল, জেলা বা যে স্থানীয় এলাকার জন্য তিনি নিয়োজিত, ঐ এলাকায় বসবাসকারী, স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী অথবা ব্যবসা বাণিজ্যরত কোনো ব্যক্তির নিকট ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার অধিক মূল্যের কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়, বিক্রয় বা অন্য কোনো পন্থায় হস্তান্তর করিতে চাহিলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন।

(২) সংশ্লিষ্ট কর্মচারী নিজেই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হইলে কর্পোরেশনের নিকট অভিপ্রায় জানাইবেন।

(৩) উক্ত অভিপ্রায়ের বক্তব্যে লেনদেনের কারণ ও স্থিরকৃত মূল্যসহ লেনদেনের সম্পূর্ণ বিবরণ এবং ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত অন্য কোনো পদ্ধতিতে হস্তান্তর করা হইলে, উক্ত হস্তান্তরের পদ্ধতি উল্লেখসহ লেনদেনের সম্পূর্ণ বিবরণ থাকিবে এবং অতঃপর কর্পোরেশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত আদেশ অনুসারে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী কার্য করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারী তাহার অধস্তন কর্মচারীর সহিত সকল প্রকার লেনদেনের ক্ষেত্রে পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (১), (২) ও (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো কর্মচারী বা তাহার পরিবারের কোনো সদস্য পূর্বানুমোদন ব্যতীত—

- (ক) ক্রয়, বিক্রয়, দান, উইল বা অন্যভাবে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোনো স্থাবর সম্পত্তি অর্জন বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না; এবং
- (খ) কোনো বিদেশি ব্যক্তি, বিদেশি সরকার বা বিদেশি সংস্থার সহিত কোনো প্রকার ব্যবসায়িক লেনদেন করিতে পারিবেন না।

৪০। **ইমারত, এপার্টমেন্ট বা ফ্ল্যাট, ইত্যাদি নির্মাণ অথবা ক্রয়।**—কোনো কর্মচারী নির্মাণ বা ক্রয়ের প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস উল্লেখপূর্বক আবেদনের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যে কর্পোরেশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ না করিয়া ব্যবসায়িক বা আবাসিক উদ্দেশ্যে নিজে বা কোনো ডেভলপারের দ্বারা কোনো ইমারত, এপার্টমেন্ট বা ফ্ল্যাট নির্মাণ বা ক্রয় করিতে পারিবেন না।

৪১। **সম্পত্তি ঘোষণা।**—(১) প্রত্যেক কর্মচারীকে চাকরিতে প্রবেশের সময় যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তাহার অথবা তাহার পরিবারের সদস্যদের মালিকানাধীন বা দখলে থাকা শেয়ার, সার্টিফিকেট, সিকিউরিটি, বিমা পলিসি এবং মোট ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা বা ততোধিক মূল্যের অলংকারাদিসহ সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে কর্পোরেশনের নিকট ঘোষণা দিতে হইবে এবং উক্ত ঘোষণায় নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির উল্লেখ থাকিবে, যথা:—

- (ক) যে জেলায় সম্পত্তি অবস্থিত সেই জেলার নাম;
- (খ) ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার অধিক মূল্যের প্রত্যেক প্রকারের অলংকারাদি পৃথকভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে; এবং
- (গ) কর্পোরেশন বা সরকারের সাধারণ বা বিশেষ আদেশের মাধ্যমে অন্যান্য যেই সমস্ত তথ্য চাওয়া হয়।

(২) প্রত্যেক কর্মচারীকে প্রতি ৫ (পাঁচ) বৎসর অন্তর ডিসেম্বর মাসে উপ-বিধি (১) এর অধীন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রদত্ত ঘোষণায় অথবা বিগত ৫ (পাঁচ) বৎসরের হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত সম্পত্তির হাস-বৃদ্ধির হিসাব বিবরণী যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কর্পোরেশন এর নিকট দাখিল করিতে হইবে।

৪২। **রাজনীতি এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ।**—(১) কোনো কর্মচারী কোনো রাজনৈতিক দলের বা রাজনৈতিক দলের কোনো অঙ্গ সংগঠনের সদস্য হইতে অথবা অন্য কোনোভাবে উহার সহিত যুক্ত হইতে পারিবেন না, অথবা বাংলাদেশে বা বিদেশে কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করিতে বা কোনো প্রকারেই সহায়তা করিতে পারিবেন না।

(২) কোনো কর্মচারী তাহার তত্ত্বাবধানের অধীন, নিয়ন্ত্রণাধীন বা তাহার উপর নির্ভরশীল কোনো ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশে প্রচলিত কোনো আইনে সরকারের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কার্য বলিয়া গণ্য হয়, এইরূপ কোনো আন্দোলনে বা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে বা কোনো উপায়ে সহযোগিতা করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন না।

(৩) কোনো কর্মচারী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অথবা কোনো স্থানীয় সরকার বা সংস্থা বা পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে বা নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করিতে অথবা অন্য কোনোভাবে হস্তক্ষেপ করিতে বা তাহার প্রভাব খাটাইতে পারিবেন না।

(৪) যদি কোনো কর্মচারী ভোটারদের উদ্দেশ্যে কোনো বক্তৃতা প্রদান করেন অথবা অন্য কোনো প্রকারে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিজেকে প্রার্থী হিসাবে বা সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে জনসম্মুখে কোনো ঘোষণা করিয়া থাকেন বা ঘোষণা করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি উপ-বিধি (৩) এর বিধান অনুযায়ী উক্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৫) স্থানীয় সরকার বা সংস্থা বা পরিষদের নির্বাচনে প্রার্থী হইবার জন্য একজন কর্মচারীর ক্ষেত্রে কোনো আইনের দ্বারা বা আওতায় বা সরকারের কোনো আদেশে অনুমতি নেওয়া সাপেক্ষে উক্ত স্থানীয় সরকার বা সংস্থা বা পরিষদ সমূহের নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত বিধানসমূহ যতটুকু প্রয়োগযোগ্য ততটুকু প্রযোজ্য হইবে।

(৬) কোনো আন্দোলন বা কর্মকাণ্ড এই বিধির অধীন কিনা, সেই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে এই বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৩। **নারী সহকর্মীগণের প্রতি আচরণ।**—কোনো কর্মচারী নারী সহকর্মীগণের প্রতি এইরূপ কোনো ভাষা ব্যবহার বা আচরণ করিতে পারিবেন না, যাহা অনুচিত, এবং দাপ্তরিক শিষ্টাচার ও নারী সহকর্মীগণের মর্যাদার হানি ঘটায়।

৪৪। **স্বার্থের দ্বন্দ্ব।**—যখন কোনো কর্মচারী স্বীয় দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে দেখিতে পান যে—

(ক) কোনো কোম্পানি বা ফার্ম বা অন্য কোনো ব্যক্তির সহিত কোনো চুক্তি সম্পর্কিত যেকোনো বিষয়ে তাহার পরিবারের কোনো সদস্য বা কোনো নিকটাত্মীয়ের স্বার্থ রহিয়াছে এইরূপ কোনো বিষয় তাহার বিবেচনাধীন রহিয়াছে; এবং

(খ) উক্তরূপ কোম্পানি, ফার্ম বা ব্যক্তির অধীন তাহার পরিবারের কোনো সদস্য বা কোনো নিকটাত্মীয় কর্মরত রহিয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত বিষয়টি তিনি স্বীয় বিবেচনা না করিয়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করিবেন।

৪৫। **সরকারি সিদ্ধান্ত, আদেশ ইত্যাদি।**—কোনো কর্মচারী সরকার বা কর্তৃপক্ষের কোনো সিদ্ধান্ত বা আদেশ পালনে জনসম্মুখে আপত্তি উত্থাপন করিতে বা যে কোনো প্রকারে বাধা প্রদান করিতে পারিবেন না, অথবা অন্য কোনো ব্যক্তিকে তাহা করিবার জন্য উত্তেজিত বা প্ররোচিত করিতে পারিবেন না।

৪৬। **বিদেশি মিশন ও সাহায্য সংস্থার নিকট তদবির।**—কোনো কর্মচারী তাহার জন্য বিদেশ ভ্রমণের আমন্ত্রণ সংগ্রহ অথবা বিদেশে প্রশিক্ষণের সুবিধা গ্রহণের জন্য দেশে অবস্থিত কোনো বিদেশি মিশন বা সাহায্য সংস্থার নিকট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো তদবির করিতে পারিবেন না।

৪৭। **নাগরিকত্ব, ইত্যাদি।**—(১) কোনো কর্মচারী, সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত, কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(২) যদি কোনো কর্মচারীর স্বামী বা স্ত্রী বিদেশি নাগরিকত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী তাহা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন এবং এতদবিষয়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৪৮। **আচরণ সংক্রান্ত বিধানের প্রযোজ্যতা।**—যেইক্ষেত্রে আচরণ সংক্রান্ত কোনো বিধান এই বিধিমালায় বর্ণিত হয় নাই সেইক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীগণের জন্য প্রযোজ্য বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

৪৯। **দণ্ডের ভিত্তি।**—কর্তৃপক্ষের মতে, যদি কোনো কর্মচারী—

- (ক) তাহার দায়িত্ব পালনে অবহেলার দায়ে দোষী হন; বা
- (খ) অসদাচরণের দায়ে দোষী হন; বা
- (গ) পলায়নের জন্য দোষী হন; বা
- (ঘ) অদক্ষ হন, অথবা দক্ষতা হারাইয়া ফেলেন; বা
- (ঙ) নিম্নবর্ণিত কারণে দুর্নীতিপরায়ণ বা যুক্তিসঙ্গতভাবে দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া বিবেচিত হন, যথা:—
  - (অ) তিনি বা তাহার কোনো পোষ্য বা তাহার মাধ্যমে বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি, তাহার প্রকাশ্য আয়ের উৎসের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ এইরূপ অর্থ সম্পদ বা সম্পত্তি দখলে রাখেন বা কর্পোরেশনের নিকট যাহা অর্জনের যৌক্তিকতা দেখাইতে তিনি ব্যর্থ হন; এবং
  - (আ) তাহার প্রকাশ্য আয়ের সহিত সঙ্গতি রক্ষা না করিয়া জীবনযাপন করেন; বা
  - (চ) চুরি, আত্মসাৎ, তহবিল তহরূপ বা প্রতারণার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন, বা

(ছ) কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত হন, বা অনুরূপ কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে, অথবা এইরূপ অন্যান্য ব্যক্তিদের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, উক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন এবং তাহাকে চাকরিতে বহাল রাখা জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হয়—

তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীর উপর এক বা একাধিক দণ্ড আরোপ করিতে পারিবে।

৫০। **দণ্ডসমূহ**—(১) এই বিধির অধীন নিম্নবর্ণিত দণ্ডসমূহ আরোপযোগ্য হইবে, যথা:—

(ক) লঘুদণ্ড, যথা:—

(অ) তিরস্কার;

(আ) নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পদোন্নতি বা বেতন বর্ধন স্থগিতকরণ;

(ই) ৭ (সাত) দিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ টাকা কর্তন; এবং

(ঈ) বেতনশ্কেলের নিম্নস্তরে অবনমিতকরণ;

(খ) গুরুদণ্ড, যথা:—

(অ) নিম্নপদে বা নিম্ন বেতনশ্কেলে অবনমিতকরণ;

(আ) কর্মচারী কর্তৃক সংঘটিত কর্পোরেশনের আর্থিক ক্ষতির অংশ বিশেষ বা সম্পূর্ণ, তাহার বেতন বা অন্য কোনো খাতের পাওনা হইতে আদায়করণ;

(ই) বাধ্যতামূলক অবসর;

(ঈ) চাকরি হইতে অপসারণ; এবং

(উ) চাকরি হইতে বরখাস্ত।

(২) চাকরি হইতে বরখাস্তের ক্ষেত্রে উক্ত বরখাস্তকৃত কর্মচারী ভবিষ্যতে কর্পোরেশনের চাকরিপ্রাপ্তির অযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

৫১। **নাশকতামূলক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি**—(১) বিধি ৪৯ এর দফা (ছ) এর অনুরূপে কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা সূচনা করিবার ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষ—

(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে তাহার প্রাপ্য ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(খ) লিখিত আদেশ দ্বারা, তাহার বিষয়ে যে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করেন, সেই ব্যবস্থা এবং উহা গ্রহণের ভিত্তিসমূহ সম্পর্কে তাহাকে অবহিত করিবে; এবং

(গ) উপ-বিধি (২) এর অধীন অভিযোগ তদন্তের জন্য গঠিত তদন্ত কমিটির নিকট প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিপক্ষে কারণ দর্শাইবার জন্য তাহাকে যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে তাকে অনুরূপ সুযোগ প্রদান সমীচীন নহে, সেইক্ষেত্রে তাকে অনুরূপ সুযোগ প্রদান করা হইবে না।

(২) যেইক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) এর দফা (গ) অনুসারে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়, সেইক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, অভিযুক্ত কর্মচারীর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন, এইরূপ ৩ (তিন) জন কর্মচারীর সমন্বয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন গঠিত তদন্ত কমিটি অভিযোগের তদন্ত করিবে এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে পেশ করিবে এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রতিবেদনের উপর যেইরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে সেইরূপ নির্দেশ প্রদান করিবে।

৫২। **লঘুদণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি।**—(১) এই বিধিমালার অধীন কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা সূচনা করিবার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করেন যে, তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তাকে তিরস্কার অপেক্ষা কঠোরতর কোনো দণ্ড প্রদান করা হইবে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তাকে লিখিতভাবে জানাইবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অভিযোগনামা প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে তাহার আচরণের কৈফিয়ত প্রদানের জন্য এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানির ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাহা জানাইবার জন্য তাকে নির্দেশ প্রদান করিবে; এবং

(খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত কৈফিয়ত, যদি থাকে, বিবেচনা করিবে, এবং তিনি যদি ব্যক্তিগতভাবে শুনানির ইচ্ছা পোষণ করিয়া থাকেন, তবে তাকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানির সুযোগ প্রদানের পর, অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি তিনি কৈফিয়ত পেশ না করিয়া থাকেন, তবে তাকে লঘুদণ্ড প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ ১ (এক) জন তদন্ত কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তদন্তকারী কর্মচারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্তের প্রতিবেদন পেশ করিবে।

(২) তদন্তকারী কর্মচারীর প্রতিবেদন পাইবার পর কর্তৃপক্ষ তৎসম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে অথবা প্রয়োজন বিবেচনা করিলে, অধিকতর তদন্তের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে অথবা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) অধিকতর তদন্তের ফলাফল ও প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৪) যেক্ষেত্রে বিধি ৪৯ এর দফা (ক) বা (খ) এর অধীন কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো কার্যধারা সূচনা করিতে হয় এবং কর্তৃপক্ষ অভিমত পোষণ করেন যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিরস্কারের দণ্ড প্রদান করা হইবে, সেইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিগতভাবে তাহার শুনানি গ্রহণ করত দণ্ডের কারণ লিপিবদ্ধ করিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি উক্ত দণ্ড আরোপ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত না হন বা উপস্থিত হইতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে শুনানি ব্যতিরেকেই তাহার উপর উক্ত দণ্ড আরোপ করা যাইবে, অথবা উপ-বিধি (১) এর দফা (খ) ও উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবার পর অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিরস্কার অপেক্ষা গুরুদণ্ড আরোপ করা যাইবে এবং যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি দাবি করেন যে, তাকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানাইতে হইবে, তাহা হইলে উপ-বিধি (১), (২) ও (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিরস্কার অপেক্ষা গুরুদণ্ড আরোপ করিতে হইবে।

৫৩। **গুরুদণ্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের কার্যপ্রণালি।**—(১) যেইক্ষেত্রে কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে এই বিধিমালার অধীনে কোনো কার্যধারা সূচনা করিতে হইবে এবং কর্তৃপক্ষ অভিমত পোষণ করেন যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে গুরুদণ্ড আরোপ করা প্রয়োজন হইবে, সেই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ—

- (ক) অভিযোগনামা প্রণয়ন করিবে এবং প্রস্তাবিত দণ্ডের বিষয় উহাতে উল্লেখ করিবে, এবং যেইসকল অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযোগনামাটি প্রণীত হইয়াছে উহার বিবরণ এবং কর্তৃপক্ষ আদেশ প্রদানের সময়ে অন্য যেসকল ঘটনা বিবেচনা করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন তাহাও কর্মচারীকে অবহিত করিবে; এবং
- (খ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগনামা অবহিত করিবার পর ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে তিনি তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রস্তাবিত দণ্ড কেন তাহার উপর আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে লিখিত বিবৃতি পেশ করিবেন এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানির ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাহাও উল্লেখ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ তাহাকে তাহার লিখিত বিবৃতি উপস্থাপন করিবার জন্য ১০ (দশ) কার্যদিবস পর্যন্ত সময় প্রদান করিতে পারিবে।

(২) যেইক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি উল্লিখিত বা বর্ধিত সময়ের মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিবৃতি পেশ করেন, সেইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট অভিযোগ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদির সাক্ষ্য প্রমাণসহ তাহার উক্ত জবাব বিবেচনা করিবে এবং অনুরূপ বিবেচনার পর কর্তৃপক্ষ যদি অভিমত পোষণ করেন যে—

- (ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ নাই, তাহা হইলে উক্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করিবে এবং তদনুসারে উক্ত কার্যধারা নিষ্পত্তি হইবে;
- (খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে, কিন্তু তাহার অভিযোগ প্রমাণিত হইলে লঘুদণ্ড প্রদানের প্রয়োজন হইবে, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া যেকোনো লঘুদণ্ড প্রদান করিতে পারিবে অথবা লঘুদণ্ড আরোপের উদ্দেশ্যে বিধি ৫২ এর অধীনে ১ (এক) জন তদন্তকারী কর্মচারী নিয়োগ করিয়া উক্ত বিধিতে বর্ণিত কার্যপ্রণালি অনুসরণ করিতে পারিবে; এবং
- (গ) উক্ত কার্যধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর গুরুদণ্ড আরোপের জন্য পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে, তাহা হইলে অভিযোগ তদন্তের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ ১ (এক) জন তদন্তকারী কর্মচারী অথবা ১ (এক) টি তদন্ত বোর্ড গঠন করিবে।

(৩) যেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্ধারিত বা বর্ধিত সময়ের মধ্যে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য লিখিত বিবৃতি পেশ না করেন, সেইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়সীমা বা বর্ধিত সময় উত্তীর্ণ হইবার তারিখ হইতে ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে অভিযোগনামায় বর্ণিত অভিযোগ তদন্তের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ ১ (এক) জন তদন্তকারী কর্মচারী বা ৩ (তিন) জন কর্মচারীর সমন্বয়ে ১ (এক) টি তদন্ত বোর্ড গঠন করিবে।

(৪) তদন্তকারী কর্মচারী বা, ক্ষেত্র বিশেষে, তদন্ত বোর্ড তদন্তের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তকার্য শুরু করিবে এবং বিধি ৫৪ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে তদন্ত পরিচালনা করিবে এবং তদন্তকারী কর্মচারী বা তদন্ত বোর্ড উক্ত তদন্তের প্রতিবেদন পেশ করিবে।

(৫) তদন্তকারী কর্মচারী বা তদন্ত বোর্ডের প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদনটি বিবেচনা করিবে, এবং উক্ত অভিযোগের উপর উহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত প্রতিবেদনের কপিসহ সিদ্ধান্ত অবহিত করিবে।

(৬) কর্তৃপক্ষ যদি গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে প্রস্তাবিত দণ্ড অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কেন আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে তাহাকে কারণ দর্শাইবার নির্দেশ প্রদান করিবে।

(৭) অভিযুক্ত ব্যক্তি উপ-বিধি (৬) এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে কোনো কারণ দর্শাইলে তাহা বিবেচনাপূর্বক কর্তৃপক্ষ উক্ত কার্যধারার উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উহা অবহিত করিবে।

(৮) এই বিধিমালার অধীন তদন্ত কার্যধারায় পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে, এবং যে ক্ষেত্রে কোনো তদন্তকারী কর্মচারী বা তদন্ত বোর্ড নিযুক্ত করা হয় সেই ক্ষেত্রে উক্ত কর্মচারী বা বোর্ডের তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লিখিত মতামতের স্বপক্ষে যথাযথ যুক্তি ও কারণ থাকিতে হইবে।

(৯) এইরূপ সকল তদন্ত কার্যধারা গোপনীয় বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৪। **তদন্তকারী কর্মচারী কর্তৃক অনুসরণীয় কার্যপ্রণালি।-** (১) তদন্তকারী কর্মচারী বা তদন্ত বোর্ড প্রতিদিন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শুনানি অনুষ্ঠান করিবেন এবং কারণ লিপিবদ্ধ না করিয়া উক্ত শুনানি মূলতবি রাখিবেন না।

(২) এই বিধিমালার অধীন পরিচালিত তদন্তের ক্ষেত্রে—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি যেই সকল অভিযোগ অস্বীকার করিবেন সেইসকল অভিযোগ সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে এবং উভয় পক্ষকে অভিযোগ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক সাক্ষ্য উপস্থাপনের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিতে হইবে এবং এইরূপ কোনো সাক্ষ্য উপস্থাপিত হইলে উহা বিবেচনা করিতে হইবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার প্রতিপক্ষের সাক্ষীকে জেরা করিবার, ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিবার এবং তাহার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য কোনো ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করিবার অধিকারী হইবেন;

- (গ) অভিযোগের সমর্থনে উক্ত বিষয় উপস্থাপনকারী ব্যক্তি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এবং তাহার সমর্থনকারী সাক্ষীগণকে জেরা করিবার অধিকারী হইবেন;
- (ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাসঙ্গিক নথিপত্রের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন:  
তবে শর্ত থাকে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নথির টোকার অংশ কোনো প্রকারেই দেখিতে দেওয়া হইবে না; এবং
- (ঙ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যেই লিখিত বিবৃতি প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হইবে, তিনি তাহা লিখিয়া উহাতে স্বাক্ষর করিবেন এবং তিনি উহা স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলে তদন্তকারী কর্মচারী ঐ বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।
- (৩) তদন্তকারী কর্মচারী, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া কোনো নির্দিষ্ট সাক্ষীকে বা কোনো নির্দিষ্ট সাক্ষ্য তলব করিতে বা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।
- (৪) কর্তৃপক্ষ অভিযোগের সমর্থনে তদন্তকারী কর্মচারীর নিকট বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য যে কোনো ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারিবে।
- (৫) তদন্তকারী কর্মচারী যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তদন্তের অগ্রগতিতে বাধা প্রদান বা বাধা প্রদানের চেষ্টা করিতেছেন, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সতর্ক করিয়া দিবেন এবং ইহার পরও যদি দেখিতে পান যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহা অমান্য করিয়া কাজ করিতেছেন, তাহা হইলে তিনি সেই মর্মে তাহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন এবং ন্যায় বিচারের জন্য তিনি যেই পদ্ধতি সর্বোত্তম বলিয়া মনে করেন সেই পদ্ধতিতে উক্ত তদন্ত সমাপ্ত করিবেন।
- (৬) তদন্তকারী কর্মচারী যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির আচরণ তাহার কার্যালয়ের জন্য অবমাননাকর, তাহা হইলে তিনি তৎসম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলি ও পরিস্থিতি লিপিবদ্ধ করিবেন এবং বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন এবং অতঃপর কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত বিবেচনা করিলে বিধি ৪৯ এর দফা (খ) মোতাবেক অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পৃথকভাবে কার্যধারা সূচনা করিতে পারিবেন।
- (৭) তদন্তকারী কর্মচারী তদন্ত সমাপ্তির পর ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে তাহার তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করিবেন।
- (৮) অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী বা নির্দোষ কিনা তাহা উল্লেখপূর্বক তদন্তকারী কর্মচারী প্রতিটি অভিযোগের উপর স্বীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন, তবে দণ্ড বা অন্য কিছু সম্পর্কে কোনো সুপারিশ করিবেন না।
- (৯) কর্তৃপক্ষ কোনো বিষয়ে উপযুক্ত বলিয়া মনে করিলে, এই বিধিমালার অধীনে ১ (এক) জন তদন্তকারী কর্মচারী নিয়োগ করিবার পরিবর্তে একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে ১ (এক) টি তদন্ত বোর্ড গঠন করিতে পারিবেন এবং যেই ক্ষেত্রে অনুরূপ কোনো তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয়, সেই ক্ষেত্রে এই বিধিতে তদন্তকারী কর্মচারীর পরিবর্তে তদন্ত বোর্ড উল্লেখ রহিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(১০) উপ-বিধি (৯) এর অধীন নিযুক্ত বোর্ডের কোনো ১ (এক) জন সদস্যের অনুপস্থিতির কারণে উহার কোনো কার্যক্রম বা সিদ্ধান্ত বাতিল প্রতিপন্ন হইবে না, কিংবা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৫৫। **সাময়িক বরখাস্ত।—**(১) বিধি ৪৯ এর অধীনে কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগের দায়ে গুরুদণ্ড প্রদানের সম্ভাবনা থাকিলে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় বা সমীচীন মনে করিলে তাহাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ অধিকতর সমীচীন মনে করিলে, এইরূপ কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিবার পরিবর্তে লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে, তাহার ছুটি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, তাহাকে ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) যে ক্ষেত্রে কোনো কর্মচারীর প্রতি আরোপিত চাকরি হইতে বরখাস্ত বা অপসারণের দণ্ড কোনো আদালত বা প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত দ্বারা বা উহার ফলে বাতিল বা অকার্যকর বলিয়া ঘোষিত হয় এবং কর্তৃপক্ষ, বিষয়টির পরিস্থিতি বিবেচনার পর, যেই অভিযোগের ভিত্তিতে তাহাকে বরখাস্ত বা অপসারণের দণ্ড প্রদান হইয়াছিল সেই অভিযোগের বিষয়ে, তাহার বিরুদ্ধে আরও তদন্ত কার্য চালাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন অধিকতর তদন্ত কার্য পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে উক্ত বরখাস্ত বা অপসারণের দণ্ড আরোপের মূল আদেশের তারিখ হইতে উক্ত কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং পরবর্তী আদেশ না প্রদান পর্যন্ত তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবেন।

(৪) কোনো কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবার সময়ে সরকারি বিধি ও আদেশানুযায়ী খোরাকি ভাতা পাইবেন।

(৫) ঋণ বা ফৌজদারি অপরাধের দায়ে কারাগারে সোপর্দ (“কারাগারে সোপর্দ” অর্থে হেফাজতে রক্ষিত ব্যক্তিগণও অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন) কর্মচারীকে গ্রেফতারের তারিখ হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে এই বিধিমালার অধীন সূচিত কার্যধারা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি যথারীতি খোরাকি ভাতা পাইবেন।

৫৬। **পুনর্বহাল।—**(১) যদি বিধি ৫১ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ক) মোতাবেক ছুটিতে প্রেরিত কোনো কর্মচারীকে বরখাস্ত, অপসারণ বা পদাবনত করা না হইয়া থাকে, তবে তাহাকে চাকরিতে পুনর্বহাল করা হইবে, অথবা, ক্ষেত্রমত, তাহাকে তাহার পদমর্যাদায় আসীন বা সমপদমর্যাদা প্রদান করা হইবে এবং উক্ত ছুটিকালীন তিনি পূর্ণ বেতনে কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(২) সাময়িকভাবে বরখাস্তের পর পুনর্বহালের বিষয় সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (বিএসআর) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৫৭। **ঋণ বা ফৌজদারি মামলা, ইত্যাদিতে আটক কর্মচারী।—**(১) ঋণ বা ফৌজদারি অপরাধের দায়ে কোনো কর্মচারী কারাগারে সোপর্দ হইবার কারণে কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকিলে, তাহার বিরুদ্ধে মামলার পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ অনুপস্থিতির জন্য কোনো বেতন, ছুটিকালীন বেতন বা ভাতাদি পাইবেন না এবং মামলার পরিস্থিতি অনুসারে তাহার বেতন ও ভাতাদি সমন্বয় সাধন করা হইবে।

(২) কোনো কর্মচারী অভিযুক্ত অপরাধ হইতে খালাস পাইলে, অথবা ঋণের দায়ে কারাবরণের ক্ষেত্রে, উক্ত দায় তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত পরিস্থিতির কারণে উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইলে, তাহার প্রাপ্য বেতন ও ভাতাদির অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রদান করা হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন কোনো কর্মচারীকে সম্পূর্ণ টাকা প্রদান করা হইলে, উক্ত অনুপস্থিতিকালে তিনি কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত প্রাপ্য বেতন ও ভাতা বাবদ সম্পূর্ণ অর্থ অপেক্ষা কম অর্থ প্রদান করা হইলে, উক্ত সময় কর্তব্যকাল বা ছুটি বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু আদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ তদনুযায়ী নির্দেশ প্রদান না করিলে এইরূপ গণ্য করা হইবে না।

৫৮। **আদেশের বিরুদ্ধে আপিল।**—(১) কোনো কর্মচারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশবলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট, অথবা যেইক্ষেত্রে অনুরূপ কোনো কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত নাই, সেইক্ষেত্রে যে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের প্রস্তাব করা হইবে, তিনি যে কর্তৃপক্ষের অব্যবহিত অধস্তন তাহার নিকট, অথবা যেইক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অধস্তন কোনো কর্তৃপক্ষ আদেশ দান করিয়াছেন, সেইক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

(২) আপিল কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত আদেশ প্রদান করিবে, যথা:—

- (ক) এই বিধিমালায় নির্ধারিত পদ্ধতি পালন করা হইয়াছে কি না, না হইয়া থাকিলে উহার কারণে ন্যায়বিচারের হানি হইয়াছে কি না;
- (খ) অভিযোগসমূহের উপর প্রদত্ত সিদ্ধান্ত ন্যায়সঙ্গত কি না; এবং
- (গ) আরোপিত দণ্ড মাত্রাতিরিক্ত, পর্যাপ্ত বা অপরিাপ্ত কি না।

(৩) যেই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দাখিল করা হইবে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী তৎসম্পর্কে অবহিত হওয়ার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে আপিল দাখিল না করিলে উক্ত আপিল গ্রহণযোগ্য হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, বিলম্বের কারণ সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইয়া যথাযথ মনে করিলে আপিল কর্তৃপক্ষ উক্ত ৩ (তিন) মাস অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে কোনো আপিল বিবেচনার জন্য গ্রহণ করিতে পারিবে।

৫৯। **আদালতে বিচারার্থীন কার্যধারা।**—(১) কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো আদালতে একই বিষয়ের উপর ফৌজদারি মামলা বা আইনগত কার্যধারা বিচারার্থীন থাকিলে, তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির ব্যাপারে কোনো বাধা থাকিবে না।

(২) কোনো কর্মচারী সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন) এ বর্ণিত কোনো অপরাধ ব্যতীত অন্য কোনো অপরাধের দায়ে কোনো আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে, এইরূপ সাজাপ্রাপ্ত উক্ত কর্মচারীকে এই বিধিমালার অধীন শাস্তি প্রদান করা হইবে কিনা কর্তৃপক্ষ তাহা স্থির করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ এই বিধিমালার অধীন কোনো কর্মচারীকে দণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, যেসকল উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে সেইরূপ দণ্ড প্রদান করিতে পারিবে এবং এইরূপ দণ্ড প্রদানের জন্য কোনো কার্যধারা সূচনা করিবার প্রয়োজন হইবে না এবং প্রস্তাবিত দণ্ডের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার জন্যও উক্ত কর্মচারীকে কোনো সুযোগ প্রদানের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (৩) এর অধীন উক্ত কর্মচারীর উপর কোনো দণ্ড আরোপ না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, যেক্ষেত্রে তাহাকে চাকরিতে পুনর্বহাল বা বহাল রাখিবার সিদ্ধান্ত হইতেছে সেইক্ষেত্রে কর্পোরেশনের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

### অষ্টম অধ্যায়

#### অবসর গ্রহণ ও অন্যান্য সুবিধা

৬০। প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল।—(১) কর্পোরেশনের কর্মচারীগণের জন্য প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল (Contributory Provident Fund) নামে একটি তহবিল গঠন করা হইবে, যাহাতে কর্মচারীগণ তাদের মাসিক মূল বেতনের সর্বোচ্চ ১০% (শতকরা দশ শতাংশ) এবং কর্পোরেশন কর্তৃক কর্মচারীগণের মূল বেতনের সর্বোচ্চ ৮.৩৩% (শতকরা আট দশমিক তিন তিন শতাংশ) হারে চাঁদা প্রদান করিবে এবং উক্ত তহবিল সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত পরিপত্র, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, প্রযোজ্য হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর বিধান সত্ত্বেও, এই বিধিমালা প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল, অতঃপর উক্ত তহবিল বলিয়া উল্লিখিত, এই বিধিমালার অধীনে গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত তহবিলে প্রদত্ত উক্তরূপে প্রবর্তনের পূর্বে চাঁদা ও উহা হইতে গৃহীত অগ্রিমসহ যাবতীয় কার্যক্রম এই বিধিমালার অধীনে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল পরিচালনা সংক্রান্ত সরকারি নিয়মনীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কর্পোরেশন, সরকারের অনুমোদনক্রমে, প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল নীতিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৬১। আনুতোষিক।—(১) কর্পোরেশনের কর্মচারীগণ আনুতোষিক স্কিমের আওতাভুক্ত হইবেন এবং নিম্নবর্ণিত যে কোনো কর্মচারী আনুতোষিক প্রাপ্য হইবেন, যথা:—

- (ক) যিনি কর্পোরেশনে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বৎসর অব্যাহতভাবে চাকরি করিয়াছেন, এবং শাস্তিস্বরূপ চাকরি হইতে বরখাস্ত, পদচ্যুত বা অপসারিত হন নাই;
- (খ) অন্যান্য ৫ (পাঁচ) বৎসর চাকরি করিবার পর যিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতিসহ চাকরি হইতে চাকরি ত্যাগ করিয়াছেন;
- (গ) ৫ (পাঁচ) বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নিম্নরূপ কারণে যে কর্মচারীর চাকরির অবসান হইয়াছে, যথা:—
  - (অ) তিনি যে পদে নিযুক্ত রহিয়াছেন সেই পদ বিলুপ্ত হইয়াছে অথবা পদ সংখ্যা হ্রাসের কারণে তিনি চাকরি হইতে ছাটাই হইয়াছে; অথবা
  - (আ) সম্পূর্ণ বা আংশিক অসামর্থ্যের কারণে তাকে চাকরি হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে; অথবা
  - (ই) চাকরিতে থাকাকালে তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

(২) কোনো কর্মচারীকে তাহার চাকরির প্রত্যেক পূর্ণ বৎসর বা উহার অংশ বাবদ ১২০ (একশত বিশ) কার্যদিবসের উর্ধ্বে কোনো সময়ের জন্য ২ (দুই) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ হারে আনুতোষিক প্রদান করা হইবে।

(৩) সর্বশেষ গৃহীত বেতন আনুতোষিক গণনার মূল ভিত্তি হইবে।

(৪) কোনো কর্মচারীর মৃত্যুর কারণে আনুতোষিক প্রাপ্য হইলে যাহাতে তাহার মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ উহা পাইবার অধিকারী হন তজ্জন্য প্রত্যেক কর্মচারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিবেন।

(৫) কোনো কর্মচারী উপ-বিধি (৪) অনুযায়ী একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিলে, তাহার মনোনয়নপত্রে, তাহাদিগকে প্রদেয় অংশ এইরূপে উল্লেখ করিবেন যেন আনুতোষিকের সম্পূর্ণ অর্থ উহাতে অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং যদি এইরূপে উল্লেখ করা না হয় তবে অর্থের পরিমাণ সমান অংশে ভাগ করা হইবে।

(৬) কোনো কর্মচারী যে কোনো সময়ে লিখিত নোটিশ দ্বারা উক্ত মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারিবেন, এবং এইরূপ করিবার সময়ে, উক্ত নোটিশের সহিত উপ-বিধি (৪) ও (৫) অনুসারে একটি নূতন মনোনয়নপত্র পেশ করিবেন।

(৭) কোনো মনোনয়নপত্র না থাকিলে কর্মচারীর মৃত্যুর পর তাহার আনুতোষিকের অর্থ উত্তরাধিকার প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে তাহার বৈধ ওয়ারিশ বা ওয়ারিশগণকে প্রদান করা হইবে।

৬২। **অবসরভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধা।**—(১) অবসরভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধা পরিকল্পন প্রবর্তন করিলে যেকোনো কর্মচারী উক্ত পরিকল্পনের অধীন অবসরভাতা ও অবসর গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুসারে কোনো কর্মচারী ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিবার পর সংশ্লিষ্ট কর্মচারী সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি অনুযায়ী অবসরভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধাদি প্রাপ্য পাইবেন।

(৩) কোনো কর্মচারী ভবিষ্যৎ তহবিল হিসাবে নিজের অংশ প্রদান বাবদ জমাকৃত অর্থ কর্তৃপক্ষের নিকট সমর্পণ করিলে, তিনি উপ-বিধি (২) অনুসারে অবসরভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবেন।

(৪) সরকার কর্তৃক এতদবিষয়ে জারীকৃত বিধিবিধান প্রযোজ্য হইবে।

৬৩। **অবসর গ্রহণ, ইত্যাদি।**—অবসর গ্রহণ এবং উহার পর পুনঃনিয়োগের ব্যাপারে কোনো কর্মচারী সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন) এর বিধানাবলি দ্বারা পরিচালিত হইবেন।

৬৪। **চাকরি অবসান, চাকরি হইতে অপসারণ, ইত্যাদি।**—(১) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ প্রদর্শন করিয়া এবং ১ (এক) মাসের লিখিত পূর্ব নোটিশ প্রদান করিয়া অথবা উক্ত নোটিশের পরিবর্তে ১ (এক) মাসের বেতন প্রদান করিয়া, কোনো শিক্ষানবিশের চাকরির অবসান ঘটাইতে পারিবে এবং শিক্ষানবিশ তাহার চাকরি অবসানের কারণে কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ পাইবেন না।

(২) এই বিধিমালায় ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ দর্শাইয়া কোনো কর্মচারীকে ৯০ (নব্বই) দিনের লিখিত পূর্ব নোটিশ প্রদান করিয়া অথবা ৯০ (নব্বই) দিনের বেতন নগদ পরিশোধ করিয়া তাহাকে চাকরি হইতে অপসারণ করিতে পারিবে।

৬৫। **ইন্তফাদান, ইত্যাদি।**—(১) কোনো কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক ৩ (তিন) মাসের লিখিত পূর্ব-নোটিশ প্রদান না করিয়া তাহার চাকরি ত্যাগ করিতে বা চাকরি হইতে বিরত থাকিতে পারিবেন না, এবং এইরূপ নোটিশ প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, তিনি কর্পোরেশনকে তাহার ৩ (তিন) মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) কোনো শিক্ষানবিশ তাহার অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক ১ (এক) মাসের লিখিত পূর্ব-নোটিশ প্রদান না করিয়া তাহার চাকরি ত্যাগ করিতে পারিবেন না, এবং এইরূপ নোটিশ প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, তিনি কর্পোরেশনকে তাহার ১ (এক) মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) যে কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাজনিত ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হইয়াছে তিনি কর্পোরেশনের চাকরি হইতে ইস্তফাদান করিতে পারিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, কর্পোরেশন যেইরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে সেইরূপ শর্তে, কোনো কর্মচারীকে ইস্তফাদানের অনুমতি দিতে পারিবেন।

## নবম অধ্যায়

### বিবিধ

৬৬। সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য বিধি-বিধানের প্রযোজ্যতা।—(১) এই বিধিমালায় উল্লেখ নাই, এইরূপ কোনো বিষয়ে, সরকারি কর্মচারীগণের জন্য প্রযোজ্য বিধি-বিধান, যতদূর সম্ভব, অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) এই বিধিমালা জারি হইবার পর উক্তরূপ কোনো বিষয়ে সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারীগণের জন্য সরকার কর্তৃক জারীকৃত যে কোনো আদেশ ও নির্দেশ যতদূর সম্ভব অনুসরণ করিতে হইবে।

৬৭। বিশেষ বিধান।—(১) গার্বের্জ ট্রাক ড্রাইভার, রোড রোলার ড্রাইভার, গাড়িচালক (হালকা) এবং ফটোকপি অপারেটর পদে কর্মরত এবং স্থায়ী কোনো কর্মচারীর পদ পদোন্নতি, অবসর, পদত্যাগ, মৃত্যু, চাকরিচ্যুতি বা অন্য কোনো কারণে কোনো পদ শূন্য হইলে অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত “আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০২৫” অনুযায়ী আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করা হইবে এবং উক্ত পদসমূহ হইতে অন্য কোনো পদে পদোন্নতির বিধান কার্যকর থাকিবে না।

(২) পৌরসভার কর্মচারী চাকুরী বিধিমালা, ১৯৯২ এর অধীন নক্সাকার, হিসাব সহকারী, ক্যাশিয়ার/কোষাধ্যক্ষ, সড়ক বাতি পরিদর্শক, টিকাদানকারী, বৈদ্যুতিক মিস্ত্রী, ট্রাক হেলপার পদসমূহে কর্মরত কর্মচারীর পদ পদোন্নতি, অবসর, পদত্যাগ, মৃত্যু বা অন্য কোনো কারণে শূন্য না হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকিবে।

৬৮। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) পৌরসভার কর্মচারী চাকুরী বিধিমালা, ১৯৯২, অতঃপর রহিত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এর যতটুকু এই বিধিমালার সহিত সংশ্লিষ্ট ততটুকু, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত বিধিমালার অধীন কৃত কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত কার্য বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং চলমান কার্যক্রম এমনভাবে অব্যাহত থাকিবে যেন উক্ত বিধিমালা রহিত হয় নাই।

(৩) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত বিধিমালার অধীন জারীকৃত সকল নীতিমালা, প্রদত্ত আদেশ বা নির্দেশনা এই বিধিমালার অধীন জারীকৃত নীতিমালা এবং প্রদত্ত আদেশ বা নির্দেশনা হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) রহিত বিধিমালার অধীন কর্পোরেশনে নিযুক্ত কর্মচারীগণ এই বিধিমালা প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যে শর্তাধীনে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন, এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত সেই একই শর্তে কর্পোরেশনের চাকরিতে নিয়োজিত থাকিবেন এবং পূর্বের নিয়মে বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন।

(৫) কর্পোরেশনে প্রেষণে নিয়োজিত কর্মচারীগণের চাকরি এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন তাহারা এই বিধিমালার অধীন প্রেষণে নিয়োজিত হইয়াছেন।

**তফসিল-১**  
[বিধি ২(৭) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	-	পদোন্নতির মাধ্যমে।	নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল) বা নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ/পানি/যান্ত্রিক) পদে অনূ্যন ৭ (সাত) বৎসরের চাকরিসহ কর্পোরেশনের ৯ম গ্রেড বা তদূর্ধ্ব গ্রেডের পদে অনূ্যন ১৫ (পনের) বৎসরের চাকরি।
২।	মেয়র/প্রশাসকের একান্ত সচিব	-	প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।	সরকার কর্তৃক প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।
৩।	আইন কর্মকর্তা	-	প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।	সরকার কর্তৃক প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।
৪।	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা	-	প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।	সরকার কর্তৃক প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।
৫।	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা	-	প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।	সরকার কর্তৃক প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।
৬।	প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা	-	প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।	সরকার কর্তৃক প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।
৭।	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা	-	প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।	সরকার কর্তৃক প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।
৮।	নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)	-	পদোন্নতির মাধ্যমে।	সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদে অনূ্যন ১০ (দশ) বৎসরের চাকরি।
৯।	নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ/পানি/ যান্ত্রিক)	-	পদোন্নতির মাধ্যমে।	সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) বা সহকারী প্রকৌশলী (পানি) বা সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) পদে অনূ্যন ১০ (দশ) বৎসরের চাকরি।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১০।	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	-	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেল প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।	<b>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</b> মেডিকেল অফিসার পদে অনূন ১০ (দশ) বৎসরের চাকরি। <b>প্রেষণে বদলির ক্ষেত্রে:</b> সরকার কর্তৃক প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।
১১।	নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট	-	প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।	সরকার কর্তৃক প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।
১২।	উপ-প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা	-	পদোন্নতির মাধ্যমে।	রাজস্ব কর্মকর্তা পদে অনূন ৭ (সাত) বৎসরের চাকরি।
১৩।	সম্পত্তি কর্মকর্তা	-	প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।	সরকার কর্তৃক প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।
১৪।	জনসংযোগ কর্মকর্তা	-	প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।	সরকার কর্তৃক প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।
১৫।	সহকারী প্রোগ্রামার	সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী।		
১৬।	সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা	৩২ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<b>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</b> শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া কর্মকর্তা বা প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে অনূন ৭ (সাত) বৎসরের চাকরি। <b>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</b> কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের যে কোনো বিষয়ে অনূন - (অ) প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি; অথবা (আ) দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১৭।	নগর পরিকল্পনাবিদ	৩২ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নগর ও অঞ্চল বা গ্রামীণ পরিকল্পনা (ইউআরপি) বিষয়ে অনূন- (অ) প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি; অথবা (আ) দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বিআইপি) এর সদস্য হইতে হইবে।
১৮।	জি.আই.এস এনালিস্ট	৩২ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নগর পরিকল্পনা বা ভূগোল বা পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ে অনূন - (অ) প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি; অথবা (আ) দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হইতে ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা (জিআইএস) কোর্সে উত্তীর্ণ।
১৯।	সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	৩২ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<b>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</b> উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) বা উপ- সহকারী প্রকৌশলী (পানি) বা উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদে অনূন ৭ (সাত) বৎসরের চাকরি। <b>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</b> কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তড়িৎকৌশল বিষয়ে অনূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে ৪ (চার) বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
২০।	সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	৩২ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে;  তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<b>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</b> উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) বা উপ- সহকারী প্রকৌশলী (পানি) বা উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদে অনূন্য ৭ (সাত) বৎসরের চাকরি বা ১১তম গ্রেডভুক্ত নক্সাকার পদে ১০ (দশ) বৎসরের চাকরি। <b>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</b> কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পুরকৌশল বিষয়ে অনূন্য দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে ৪ (চার) বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।
২১।	সহকারী প্রকৌশলী (পানি)	৩২ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে;  তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<b>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</b> উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) বা উপ- সহকারী প্রকৌশলী (পানি) বা সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদে অনূন্য ৭ (সাত) বৎসরের চাকরি। <b>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</b> কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সিভিল বা ওয়াটার রিসোর্স বিষয়ে অনূন্য দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে ৪ (চার) বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।
২২।	সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	৩২ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে;  তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<b>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</b> উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) বা উপ- সহকারী প্রকৌশলী (পানি) বা উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদে অনূন্য ৭ (সাত) বৎসরের চাকরি। <b>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</b> কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যন্ত্র প্রকৌশল বিষয়ে অনূন্য দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে ৪ (চার) বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
২৩।	রাজস্ব কর্মকর্তা	৩২ বৎসর	মোট পদের- (ক) শতকরা ৩৩ ভাগ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) শতকরা ৬৭ ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<b>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</b> কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিসহ লাইসেন্স কর্মকর্তা পদে অন্যান্য ৭ (সাত) বৎসরের চাকরি। <b>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</b> কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যান্য- (অ) প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপি- এ তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি; অথবা (আ) দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।
২৪।	ভেটেরিনারী সার্জন	৩২ বৎসর	মোট পদের- (ক) শতকরা ৬৭ ভাগ পদ প্রেষণে বদলির মাধ্যমে; এবং (খ) শতকরা ৩৩ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<b>প্রেষণে বদলির ক্ষেত্রে:</b> সরকার কর্তৃক প্রেষণে বদলির মাধ্যমে। <b>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</b> (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভেটেরিনারি, এনিম্যাল ও বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদভুক্ত যে কোনো বিষয়ে বা ডক্টর অফ ভেটেরিনারি মেডিসিন (ডিভিএম) বিষয়ে অন্যান্য দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে ৪ বৎসর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) ভেটেরিনারি কাউন্সিল কর্তৃক নিবন্ধিত।
২৫।	মেডিক্যাল অফিসার	৩২ বৎসর	মোট পদের- (ক) শতকরা ৬৭ ভাগ পদ প্রেষণে বদলির মাধ্যমে; এবং (খ) শতকরা ৩৩ ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<b>প্রেষণে বদলির ক্ষেত্রে:</b> বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের সমপদ ও সমপদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে। <b>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</b> (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ব্যাচেলর অব মেডিসিন এন্ড ব্যাচেলর অব সার্জারি (এমবিবিএস) অথবা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) বাংলাদেশ মেডিক্যাল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) কর্তৃক নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
২৬।	শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া কর্মকর্তা	৩২ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<p>(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংগীত বা ড্রামা এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিষয়ে অনূন্য দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক ডিগ্রি এবং যে কোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি; অথবা</p> <p>(খ) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনূন্য দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিসহ কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দ্বিতীয় শ্রেণির ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) ডিগ্রি; অথবা</p> <p>(গ) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নাট্যকলা বা নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বা সংগীত, শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া বিজ্ঞান বিষয়ে অনূন্য দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।</p>
২৭।	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩২ বৎসর	<p>মোট পদের-</p> <p>(ক) শতকরা ৭৫ ভাগ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে;</p> <p>তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং</p> <p>(খ) শতকরা ২৫ ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।</p>	<p><b>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</b></p> <p>ব্যক্তিগত সহকারী পদে অনূন্য ৭ (সাত) বৎসর বা উচ্চমান সহকারী (প্রধান সহকারী) পদে অনূন্য ৯ (নয়) বৎসর বা অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে অনূন্য ১৩ (তের) বৎসরের চাকরি।</p> <p><b>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</b></p> <p>(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে কোনো বিষয়ে অনূন্য-</p> <p>(অ) দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি; অথবা</p> <p>(আ) দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি; এবং</p> <p>(খ) কম্পিউটারে MS Office এ কাজ করিবার দক্ষতা।</p>

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
২৮।	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	৩২ বৎসর	মোট পদের- (ক) শতকরা ২৫ ভাগ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) শতকরা ৭৫ ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<b>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</b> (ক) ১৬তম গ্রেডভুক্ত বৈদ্যুতিক মিস্ত্রী বা সড়ক বাতি পরিদর্শক পদে অন্যান্য ১২ (বার) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হইতে ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রিনিয়ু বা ইলেকট্রো মেডিক্যাল বা টেলিকমিউনিকেশন বা ইন্সট্রুমেন্টেশন এন্ড প্রসেস কন্ট্রোল বিষয়ে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি। <b>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</b> (ক) কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হইতে ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রিনিয়ু বা ইলেকট্রো-মেডিক্যাল বা টেলিকমিউনিকেশন বা ইন্সট্রুমেন্টেশন এন্ড প্রসেস কন্ট্রোল বিষয়ে অন্যান্য দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি; এবং (খ) কম্পিউটারে MS Office এ কাজ করিবার দক্ষতা।
২৯।	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পানি)	৩২ বৎসর	মোট পদের- (ক) শতকরা ৬৬ ভাগ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) শতকরা ৩৪ ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<b>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</b> (ক) ব্যক্তিগত সহকারী বা কম্পিউটার অপারেটর বা বেঞ্চ সহকারী বা কানুনগো পদে অন্যান্য ৯ (নয়) বৎসরের চাকরি; অথবা (খ) কমিউনিটি কর্মী বা উচ্চমান সহকারী (প্রধান সহকারী) বা ক্যামেরা ম্যান বা ভান্ডার রক্ষক বা হিসাব রক্ষক বা কর নির্ধারক বা কর আদায়কারী বা বাজার পরিদর্শক বা লাইসেন্স ইন্সপেক্টর বা পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক বা কসাইখানা পরিদর্শক বা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিদর্শক পদে অন্যান্য ১১ (এগারো) বৎসরের চাকরি; অথবা (গ) সহকারী কর নির্ধারক বা সহকারী কর আদায়কারী বা সহকারী লাইসেন্স ইন্সপেক্টর পদে অন্যান্য ১৩ (তের) বৎসরের চাকরি; অথবা

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
				<p>(ঘ) গ্রহণ ও বিতরণ সহকারী বা অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক বা রেকর্ড কিপার বা সার্ভেয়ার বা ট্রেসার বা অটোক্যাট অপারেটর/ড্রাফটসম্যান বা কার্য সহকারী বা পরিবার পরিকল্পনা সহকারী বা নিবন্ধন সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর বা স্বাস্থ্য সহকারী বা টিকাদান সুপারভাইজার পদে অনূন ১৫ (পনের) বৎসরের চাকরি; এবং</p> <p>(ঙ) কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হইতে পানি সম্পদ বা পুরকৌশল বিষয়ে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।</p> <p><b>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</b></p> <p>(ক) কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হইতে যন্ত্রকৌশল বা বিদ্যুৎ বা পুরকৌশল বা পানি সম্পদ বিষয়ে অনূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি; এবং</p> <p>(খ) কম্পিউটারে MS Office এ কাজ করিবার দক্ষতা।</p>
৩০।	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	৩২ বৎসর	<p>মোট পদের-</p> <p>(ক) শতকরা ৭৫ ভাগ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে;</p> <p>তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং</p> <p>(খ) শতকরা ২৫ ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।</p>	<p><b>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</b></p> <p>(ক) গ্রন্থাগারিক বা স্যানেটারী ইন্সপেক্টর বা সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পদে অনূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; অথবা</p> <p>(খ) ব্যক্তিগত সহকারী বা কম্পিউটার অপারেটর বা বেঞ্চ সহকারী বা কানুনগো পদে অনূন ৯ (নয়) বৎসরের চাকরি; অথবা</p> <p>(গ) কমিউনিটি কর্মী বা উচ্চমান সহকারী (প্রধান সহকারী) বা ক্যামেরা ম্যান বা ভান্ডার রক্ষক বা হিসাব রক্ষক বা কর নির্ধারক বা কর আদায়কারী বা বাজার পরিদর্শক বা লাইসেন্স ইন্সপেক্টর বা পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক বা কসাইখানা পরিদর্শক বা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিদর্শক পদে অনূন ১১ (এগারো) বৎসরের চাকরি;</p>

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
				<p>অথবা</p> <p>(ঘ) সহকারী কর নির্ধারক বা সহকারী কর আদায়কারী বা সহকারী লাইসেন্স ইন্সপেক্টর পদে অন্যান্য ১৩ (তের) বৎসরের চাকরি; অথবা</p> <p>(ঙ) গ্রহণ ও বিতরণ সহকারী বা অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক বা রেকর্ড কিপার বা সার্ভেয়ার বা ট্রেসার বা অটোক্যাট অপারেটর/ ড্রাফটসম্যান বা কার্য সহকারী বা পরিবার পরিকল্পনা সহকারী বা নিবন্ধন সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর বা স্বাস্থ্য সহকারী বা টিকাদান সুপারভাইজার পদে অন্যান্য ১৫ (পনের) বৎসরের চাকরি; এবং</p> <p>(চ) কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হইতে সিভিল বা সিভিল (উড) বা কম্পিউটার বা এনভায়রনমেন্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।</p> <p><b>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</b></p> <p>(ক) কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হইতে সিভিল বা সিভিল (উড) বা কম্পিউটার বা এনভায়রনমেন্ট বিষয়ে অন্যান্য দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি; এবং</p> <p>(খ) কম্পিউটারে MS Office এ কাজ করিবার দক্ষতা।</p>
৩১।	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৩২ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<p><b>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</b></p> <p>(ক) সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পদে অন্যান্য ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; অথবা</p> <p>(খ) হিসাব রক্ষক বা ১৪তম গ্রেডভুক্ত হিসাব সহকারী বা ক্যাশিয়ার/কোষাধ্যক্ষ পদে অন্যান্য ১২ (বারো) বৎসরের চাকরি।</p> <p><b>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</b></p> <p>(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের যে কোনো বিষয়ে অন্যান্য-</p>

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
				<p>(অ) দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি; অথবা</p> <p>(আ) দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি; এবং</p> <p>(খ) কম্পিউটারে MS Office এ কাজ করিবার দক্ষতা।</p>
৩২।	লাইসেন্স কর্মকর্তা	৩২ বৎসর	<p>মোট পদের-</p> <p>(ক) শতকরা ৬৬ ভাগ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে;</p> <p>তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং</p> <p>(খ) শতকরা ৩৪ ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।</p>	<p><b>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</b></p> <p>(ক) লাইসেন্স ইন্সপেক্টর বা বাজার পরিদর্শক বা কর নির্ধারক বা কর আদায়কারী পদে অনূন্য ৯ (নয়) বৎসরের চাকরি; অথবা</p> <p>(খ) সহকারী কর আদায়কারী বা সহকারী কর নির্ধারক বা সহকারী লাইসেন্স ইন্সপেক্টর পদে অনূন্য ১১ (এগারো) বৎসরের চাকরি।</p> <p><b>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</b></p> <p>(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে কোনো বিষয়ে অনূন্য-</p> <p>(অ) দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি; অথবা</p> <p>(আ) দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি; এবং</p> <p>(খ) কম্পিউটারে MS Office এ কাজ করিবার দক্ষতা।</p>
৩৩।	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা	৩২ বৎসর	<p>মোট পদের-</p> <p>(ক) শতকরা ৬৬ ভাগ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে;</p> <p>তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং</p>	<p><b>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</b></p> <p>বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিদর্শক পদে অনূন্য ১০ (দশ) বৎসরের চাকরি।</p> <p><b>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</b></p> <p>(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জীববিজ্ঞান বিষয়ে অনূন্য-</p> <p>(অ) দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক ডিগ্রিসহ যে কোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি; অথবা</p>

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
			(খ) শতকরা ৩৪ ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(আ) দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) কম্পিউটারে MS Office এ কাজ করিবার দক্ষতা।
৩৪।	পরিবহন তত্ত্বাবধায়ক	৩২ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে যন্ত্রকৌশল বা অটোমোবাইল বিষয়ে অন্যন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি; এবং (খ) কম্পিউটারে MS Office এ কাজ করিবার দক্ষতা।
৩৫।	গ্রন্থাগারিক	৩২ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বা গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিষয়ে অন্যন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক ডিগ্রি; অথবা (খ) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক ডিগ্রিসহ গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি; (গ) কম্পিউটারে MS Office এ কাজ করিবার দক্ষতা; এবং (ঘ) তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৩৬।	স্যানিটারি ইন্সপেক্টর	৩২ বৎসর	মোট পদের- (ক) শতকরা ৬৬ ভাগ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) শতকরা ৩৪ ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<b>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</b> স্বাস্থ্য সহকারী বা টিকাদানকারী সুপারভাইজার পদে অন্যন ১০ (দশ) বৎসরের চাকরি। <b>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</b> (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; (খ) কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হইতে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরশিপ বিষয়ে অন্যন ৬ (ছয়) মাসের সার্টিফিকেট কোর্স; এবং (গ) তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৩৭।	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৩২ বৎসর	<p>মোট পদের-</p> <p>(ক) শতকরা ৫০ ভাগ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে;</p> <p>তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং</p> <p>(খ) শতকরা ৫০ ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।</p>	<p><b>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</b></p> <p>হিসাব রক্ষক বা ১৪তম গ্রেডভুক্ত ক্যাশিয়ার/কোষাধ্যক্ষ বা হিসাব সহকারী পদে অনূন্য ৭ (সাত) বৎসরের চাকরি।</p> <p><b>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</b></p> <p>(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদভুক্ত যে কোনো বিষয়ে অনূন্য দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি;</p> <p>(খ) কম্পিউটারে MS Office এ কাজ করিবার দক্ষতা; এবং</p> <p>(গ) তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।</p>
৩৮।	ব্যক্তিগত সহকারী	৩২ বৎসর	<p>পদোন্নতির মাধ্যমে;</p> <p>তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।</p>	<p><b>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</b></p> <p>(ক) কমিউনিটি কর্মী বা উচ্চমান সহকারী (প্রধান সহকারী) বা ক্যামেরা ম্যান বা ভান্ডার রক্ষক বা হিসাব রক্ষক বা কর নির্ধারক বা কর আদায়কারী বা বাজার পরিদর্শক বা লাইসেন্স ইন্সপেক্টর বা পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক বা কসাইখানা পরিদর্শক বা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিদর্শক পদে অনূন্য ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি; অথবা</p> <p>(খ) সহকারী কর নির্ধারক বা সহকারী কর আদায়কারী বা সহকারী লাইসেন্স ইন্সপেক্টর পদে অনূন্য ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; অথবা</p> <p>(গ) গ্রহণ ও বিতরণ সহকারী বা অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক বা রেকর্ড কিপার বা সার্ভেয়ার বা ট্রেসার বা অটোক্যাট অপারেটর/ ড্রাফটসম্যান বা কার্য সহকারী বা পরিবার পরিকল্পনা সহকারী বা নিবন্ধন সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর বা স্বাস্থ্য সহকারী বা টিকাদান সুপারভাইজার পদে অনূন্য ৭ (সাত) বৎসরের চাকরি; এবং</p>

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
				<p>(ঘ) তফসিল-৩ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।</p> <p><b>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</b></p> <p>(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি;</p> <p>(খ) কম্পিউটারে MS Office এ কাজ করিবার দক্ষতা; এবং</p> <p>(গ) তফসিল-২ ও ৩ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।</p>
৩৯।	কম্পিউটার অপারেটর	সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী।		
৪০।	বেঞ্চ সহকারী	৩২ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<p>(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি;</p> <p>(খ) কম্পিউটারে MS Office এ কাজ করিবার দক্ষতা; এবং</p> <p>(গ) তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।</p>
৪১।	কানুনগো	৩২ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	<p><b>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</b></p> <p>সার্ভেয়ার বা ট্রেসার পদে অনূন ৭ (সাত) বৎসরের চাকরি।</p> <p><b>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</b></p> <p>(ক) কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হইতে সার্ভেয়িং বিষয়ে অনূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি;</p> <p>(খ) কম্পিউটারে MS Office এ কাজ করিবার দক্ষতা; এবং</p> <p>(গ) তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।</p>

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৪২।	কমিউনিটি কর্মী	৩২ বৎসর	মোট পদের- (ক) শতকরা ৫০ ভাগ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে;  তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) শতকরা ৫০ ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<b>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</b> টিকাদান সুপারভাইজার বা স্বাস্থ্য সহকারী বা পরিবার পরিকল্পনা সহকারী পদে অন্যান্য ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি। <b>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</b> (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যান্য দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সির্জিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; (খ) কম্পিউটারে MS Office এ কাজ করিবার দক্ষতা; এবং (গ) তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৪৩।	উচ্চমান সহকারী (প্রধান সহকারী)	৩২ বৎসর	মোট পদের- (ক) শতকরা ৫০ ভাগ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে;  তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) শতকরা ৫০ ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<b>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</b> (ক) অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাস্করিক বা গ্রহণ ও বিতরণ সহকারী পদে অন্যান্য ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) তফসিল-৩ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। <b>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</b> (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যান্য দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সির্জিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; (খ) কম্পিউটারে MS Office এ কাজ করিবার দক্ষতা; এবং তফসিল-২ ও ৩ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৪৪।	ক্যামেরা ম্যান	৩২ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যান্য দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সির্জিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; (খ) কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হইতে ফটোগ্রাফি বিষয়ে অন্যান্য ৬ (ছয়) মাসের সার্টিফিকেট কোর্স; এবং (গ) তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৪৫।	ভান্ডার রক্ষক	৩২ বৎসর	<p>মোট পদের-</p> <p>(ক) শতকরা ৫০ ভাগ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে;</p> <p>তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং</p> <p>(খ) শতকরা ৫০ ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।</p>	<p><u>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</u></p> <p>(ক) সহকারী কর নির্ধারক বা সহকারী কর আদায়কারী বা সহকারী লাইসেন্স ইন্সপেক্টর পদে অনূন ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি; অথবা</p> <p>(খ) গ্রহণ ও বিতরণ সহকারী বা অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক বা রেকর্ড কিপার বা সার্ভেয়ার বা ট্রেসার বা অটোক্যাট অপারেটর/ ড্রাফটসম্যান বা কার্য সহকারী বা পরিবার পরিকল্পনা সহকারী বা নিবন্ধন সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর বা স্বাস্থ্য সহকারী বা টিকাদান সুপারভাইজার পদে অনূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; এবং</p> <p>(গ) কম্পিউটারে MS Office এ কাজ করিবার দক্ষতা।</p> <p><u>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</u></p> <p>(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি;</p> <p>(খ) কম্পিউটারে MS Office এ কাজ করিবার দক্ষতা; এবং</p> <p>(গ) তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।</p>
৪৬।	হিসাব রক্ষক	৩২ বৎসর	<p>সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।</p>	<p>(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের যে কোনো বিষয়ে অনূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি;</p> <p>(খ) কম্পিউটারে MS Office এ কাজ করিবার দক্ষতা; এবং</p> <p>(গ) তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।</p>

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৪৭।	কর নির্ধারক	৩২ বৎসর	মোট পদের- (ক) শতকরা ৬৬ ভাগ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) শতকরা ৩৪ ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<u>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</u> (ক) সহকারী কর নির্ধারক বা সহকারী কর আদায়কারী বা সহকারী লাইসেন্স ইন্সপেক্টর পদে অন্যান্য ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি; অথবা (খ) গ্রহণ ও বিতরণ সহকারী বা অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক বা রেকর্ড কিপার বা সার্ভেয়ার বা ট্রেসার বা অটোক্যাট অপারেটর/ ড্রাফটসম্যান বা কার্য সহকারী বা পরিবার পরিকল্পনা সহকারী বা নিবন্ধন সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর বা স্বাস্থ্য সহকারী বা টিকাদান সুপারভাইজার পদে অন্যান্য ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; অথবা (গ) ১৭তম গ্রেডভুক্ত টিকাদানকারী পদে অন্যান্য ৭ (সাত) বৎসরের চাকরি; এবং (ঘ) রাজস্ব আদায় কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা। <u>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</u> (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যান্য দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; (খ) কম্পিউটারে MS Office এ কাজ করিবার দক্ষতা; এবং (গ) তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৪৮।	কর আদায়কারী	৩২ বৎসর	মোট পদের- (ক) শতকরা ৬৬ ভাগ পদ পদোন্নতি; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) শতকরা ৩৪ ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<u>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</u> (ক) সহকারী কর নির্ধারক বা সহকারী কর আদায়কারী বা সহকারী লাইসেন্স ইন্সপেক্টর পদে অন্যান্য ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি; অথবা (খ) গ্রহণ ও বিতরণ সহকারী বা অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক বা রেকর্ড কিপার বা সার্ভেয়ার বা ট্রেসার বা অটোক্যাট অপারেটর/ ড্রাফটসম্যান বা কার্য সহকারী বা পরিবার পরিকল্পনা সহকারী বা নিবন্ধন সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর বা স্বাস্থ্য সহকারী বা টিকাদান সুপারভাইজার পদে অন্যান্য ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; অথবা

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
				<p>(গ) ১৭তম গ্রেডভুক্ত টিকাদানকারী পদে অন্যান্য ৭ (সাত) বৎসরের চাকরি; এবং</p> <p>(ঘ) রাজস্ব আদায় কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা।</p> <p><b>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</b></p> <p>(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যান্য দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি;</p> <p>(খ) কম্পিউটারে MS Office এ কাজ করিবার দক্ষতা; এবং</p> <p>(গ) তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।</p>
৪৯।	বাজার পরিদর্শক	৩২ বৎসর	<p>মোট পদের-</p> <p>(ক) শতকরা ৬৬ ভাগ পদ পদোন্নতি;</p> <p>তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং</p> <p>(খ) শতকরা ৩৪ ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।</p>	<p><b>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</b></p> <p>(ক) সহকারী কর নির্ধারক বা সহকারী কর আদায়কারী বা সহকারী লাইসেন্স ইন্সপেক্টর পদে অন্যান্য ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি; অথবা</p> <p>(খ) গ্রহণ ও বিতরণ সহকারী বা অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক বা রেকর্ড কিপার বা সার্ভেয়ার বা ট্রেসার বা অটোক্যাট অপারেটর/ ড্রাফটসম্যান বা কার্য সহকারী বা পরিবার পরিকল্পনা সহকারী বা নিবন্ধন সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর বা স্বাস্থ্য সহকারী বা টিকাদান সুপারভাইজার পদে অন্যান্য ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; অথবা</p> <p>(গ) ১৭তম গ্রেডভুক্ত টিকাদানকারী পদে অন্যান্য ৭ (সাত) বৎসরের চাকরি; এবং</p> <p>(ঘ) রাজস্ব আদায় কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা।</p> <p><b>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</b></p> <p>(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যান্য দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি;</p> <p>(খ) কম্পিউটারে MS Office এ কাজ করিবার দক্ষতা; এবং</p> <p>(গ) তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।</p>

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৫০।	লাইসেন্স ইন্সপেক্টর	৩২ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে;  তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<b>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</b> সহকারী লাইসেন্স ইন্সপেক্টর পদে অনূন ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি। <b>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</b> (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; (খ) কম্পিউটারে MS Office এ কাজ করিবার দক্ষতা; এবং (গ) তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৫১।	পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক	৩২ বৎসর	মোট পদের- (ক) শতকরা ৬৬ ভাগ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে;  তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) শতকরা ৩৪ ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<b>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</b> পরিবার পরিকল্পনা সহকারী পদে অনূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি। <b>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</b> (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞান বিভাগের যে কোনো বিষয়ে অনূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; (খ) কম্পিউটারে MS Office এ কাজ করিবার দক্ষতা; এবং (গ) তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৫২।	কসাইখানা পরিদর্শক	৩২ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জীববিজ্ঞান বিষয়সহ অনূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৫৩।	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিদর্শক	৩২ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যান্য দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৫৪।	মাওলানা কাম রেজিস্ট্রার	৩২ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যান্য দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে ফাজিল বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৫৫।	পুরোহিত কাম রেজিস্ট্রার	৩২ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কাব্যতীর্থসহ অন্যান্য দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৫৬।	সহকারী কর নির্ধারক	৩২ বৎসর	মোট পদের- (ক) শতকরা ৬৬ ভাগ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) শতকরা ৩৪ ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<b>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</b> (ক) গ্রহণ ও বিতরণ সহকারী বা অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক বা রেকর্ড কিপার বা সার্ভেয়ার বা ট্রেসার বা অটোক্যাট অপারেটর/ডাফটসম্যান বা কার্য সহকারী বা পরিবার পরিকল্পনা সহকারী বা নিবন্ধন সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর বা স্বাস্থ্য সহকারী বা টিকাদান সুপারভাইজার পদে অন্যান্য ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি; অথবা (খ) ১৭তম গ্রেডভুক্ত টিকাদানকারী পদে অন্যান্য ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি। <b>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</b> (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যান্য দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; (খ) কম্পিউটারে MS Office এ কাজ করিবার দক্ষতা; এবং (গ) তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৫৭।	সহকারী কর আদায়কারী	৩২ বৎসর	মোট পদের- (ক) শতকরা ২৫ ভাগ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) শতকরা ৭৫ ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<b>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</b> (ক) গ্রহণ ও বিতরণ সহকারী বা অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক বা রেকর্ড কিপার বা সার্ভেয়ার বা ট্রেসার বা অটোক্যাট অপারেটর/ডাফটসম্যান বা কার্য সহকারী বা পরিবার পরিকল্পনা সহকারী বা নিবন্ধন সহকারী-কাম- কম্পিউটার অপারেটর বা স্বাস্থ্য সহকারী বা টিকাদান সুপারভাইজার পদে অন্যান্য ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি; অথবা (খ) ১৭তম গ্রেডভুক্ত টিকাদানকারী পদে অন্যান্য ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি। <b>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</b> (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যান্য দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সির্জিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; (খ) কম্পিউটারে MS Office এ কাজ করিবার দক্ষতা; এবং (গ) তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৫৮।	সহকারী লাইসেন্স ইন্সপেক্টর	৩২ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<b>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</b> (ক) গ্রহণ ও বিতরণ সহকারী বা অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক বা রেকর্ড কিপার বা সার্ভেয়ার বা ট্রেসার বা অটোক্যাট অপারেটর/ডাফটসম্যান বা কার্য সহকারী বা পরিবার পরিকল্পনা সহকারী বা নিবন্ধন সহকারী-কাম- কম্পিউটার অপারেটর বা স্বাস্থ্য সহকারী বা টিকাদান সুপারভাইজার পদে অন্যান্য ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি; অথবা (খ) ১৭তম গ্রেডভুক্ত টিকাদানকারী পদে অন্যান্য ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
				<p><b>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</b></p> <p>(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যান্য দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি;</p> <p>(খ) কম্পিউটারে MS Office এ কাজ করিবার দক্ষতা; এবং</p> <p>(গ) তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।</p>
৫৯।	গ্রহণ ও বিতরণ সহকারী	৩২ বৎসর	<p>মোট পদের-</p> <p>(ক) শতকরা ২৫ ভাগ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে;</p> <p>তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং</p> <p>(খ) শতকরা ৭৫ ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।</p>	<p><b>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</b></p> <p>(ক) ১৭তম গ্রেডভুক্ত টিকাদানকারী পদে অন্যান্য ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি; অথবা</p> <p>(খ) জারীকারক পদে অন্যান্য ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; অথবা</p> <p>(গ) ১৯তম গ্রেডভুক্ত ট্রাক হেলপার পদে অন্যান্য ৭ (সাত) বৎসরের অভিজ্ঞতা; অথবা</p> <p>(ঘ) চেইনম্যান বা টিকাদানকারী বা স্প্রেম্যান সুপারভাইজার বা অফিস সহায়ক পদে অন্যান্য ৯ (নয়) বৎসরের চাকরি।</p> <p><b>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</b></p> <p>(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যান্য দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএ-তে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ;</p> <p>(খ) কম্পিউটারে MS Office এ কাজ করিবার দক্ষতা; এবং</p> <p>(গ) তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।</p>

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৬০।	অফিস সহকারী- কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৩২ বৎসর	মোট পদের- (ক) শতকরা ৫০ ভাগ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) শতকরা ৫০ ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<b>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</b> (ক) ১৭তম গ্রেডভুক্ত টিকাদানকারী পদে অন্য ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি; অথবা (খ) জারীকারক পদে অন্য ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; অথবা (গ) ১৯তম গ্রেডভুক্ত ট্রাক হেলপার পদে অন্য ৭ (সাত) বৎসরের অভিজ্ঞতা; অথবা (ঘ) চেইনম্যান বা টিকাদানকারী বা স্প্রেম্যান সুপারভাইজার বা অফিস সহায়ক পদে অন্য ৯ (নয়) বৎসরের চাকরি; এবং (ঙ) তফসিল-৩ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। <b>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</b> (ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্য দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএ-তে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (খ) কম্পিউটারে MS Office এ কাজ করিবার দক্ষতা; এবং (গ) তফসিল-২ ও ৩ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৬১।	রেকর্ড কিপার	৩২ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<b>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</b> (ক) ১৭তম গ্রেডভুক্ত টিকাদানকারী পদে অন্য ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি; অথবা (খ) জারীকারক পদে অন্য ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; অথবা (গ) ১৯তম গ্রেডভুক্ত ট্রাক হেলপার পদে অন্য ৭ (সাত) বৎসরের অভিজ্ঞতা; অথবা (ঘ) চেইনম্যান বা টিকাদানকারী বা স্প্রেম্যান সুপারভাইজার বা অফিস সহায়ক পদে অন্য ৯ (নয়) বৎসরের চাকরি।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
				<p><b>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</b></p> <p>(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যান্য দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএ-তে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ;</p> <p>(খ) কম্পিউটারে MS Office এ কাজ করিবার দক্ষতা; এবং</p> <p>(গ) তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।</p>
৬২।	সার্ভেয়ার	৩২ বৎসর	<p>মোট পদের-</p> <p>(ক) শতকরা ৪০ পদ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে;</p> <p>তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং</p> <p>(খ) শতকরা ৬০ পদ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।</p>	<p><b>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</b></p> <p>চেইনম্যান পদে অন্যান্য ৯ (নয়) বৎসরের চাকরি।</p> <p><b>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</b></p> <p>(ক) কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হইতে সার্ভেয়িং বা জরিপ বিষয়ে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি; অথবা</p> <p>(খ) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যান্য দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএ-তে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হইতে ড্রাফটসম্যানশীপ বিষয়ে অন্যান্য ৬ (ছয়) মাসের সার্টিফিকেট কোর্স; এবং</p> <p>(গ) তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।</p>
৬৩।	ট্রেসার	৩২ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<p>(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যান্য দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএ-তে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ;</p> <p>(খ) কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হইতে ড্রাফটসম্যানশীপ বিষয়ে অন্যান্য ৬ (ছয়) মাসের সার্টিফিকেট কোর্স; এবং</p> <p>(গ) তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।</p>

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৬৪।	অটোক্যাট অপারেটর/ ড্রাফটসম্যান	৩২ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে অনূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএ- তে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (খ) কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হইতে অটোক্যাট বা ড্রাফটসম্যানশীপ বিষয়ে অনূন ৬ (ছয়) মাসের সার্টিফিকেট কোর্স; এবং (গ) তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৬৫।	কার্য সহকারী	৩২ বৎসর	মোট পদের- (ক) শতকরা ৩৩ ভাগ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) শতকরা ৬৭ ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<b>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</b> (ক) ১৭তম গ্রেডভুক্ত টিকাদানকারী পদে অনূন ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি; অথবা (খ) জারীকারক পদে অনূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; অথবা (গ) ১৯তম গ্রেডভুক্ত ট্রাক হেলপার পদে অনূন ৭ (সাত) বৎসরের চাকরি; অথবা (ঘ) চেইনম্যান বা টিকাদানকারী বা স্প্রেম্যান সুপারভাইজার বা অফিস সহায়ক পদে অনূন ৯ (নয়) বৎসরের চাকরি। <b>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</b> (ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে অনূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএ-তে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (খ) কম্পিউটারে MS Office এ কাজ করিবার দক্ষতা; এবং (গ) তফসিল-২ ও ৩ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৬৬।	পরিবার পরিকল্পনা সহকারী	৩২ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে বিজ্ঞান বিভাগে অনূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএ-তে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৬৭।	নিবন্ধন সহকারী- কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৩২ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে অনূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএ- তে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (খ) কম্পিউটারে MS Office এ কাজ করিবার দক্ষতা; এবং (গ) তফসিল-২ ও ৩ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৬৮।	স্বাস্থ্য সহকারী	৩২ বৎসর	মোট পদের- (ক) শতকরা ৩৩ পদ ভাগ পদোন্নতি পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) শতকরা ৬৭ ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<u>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</u> টিকাদানকারী পদে অনূন ৯ (নয়) বৎসরের চাকরি। <u>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</u> (ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে বিজ্ঞান বিভাগে অনূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএ-তে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৬৯।	টিকাদান সুপারভাইজার	৩২ বৎসর	মোট পদের- (ক) শতকরা ৬৬ ভাগ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) শতকরা ৩৪ ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<u>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</u> টিকাদানকারী পদে অনূন ৯ (নয়) বৎসরের চাকরি। <u>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</u> (ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে অনূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএ-তে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৭০।	জারীকারক	৩২ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<p><b>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</b></p> <p>(ক) ১৯তম গ্রেডভুক্ত ট্রাক হেলপার পদে অন্যান্য ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি; অথবা</p> <p>(খ) চেইন ম্যান বা টিকাদানকারী বা স্প্রেম্যান সুপারভাইজার বা অফিস সহায়ক পদে অন্যান্য ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি।</p> <p><b>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</b></p> <p>(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ;</p> <p>(খ) সাইকেল চালনায় অভিজ্ঞতা; এবং</p> <p>(গ) তফসিল-৪ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।</p>
৭১।	চেইন ম্যান	৩২ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<p>(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ;</p> <p>(খ) কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে আমিনশীপ বিষয়ে অন্যান্য ৬ (ছয়) মাসের সার্টিফিকেট কোর্স; এবং</p> <p>(গ) তফসিল-৪ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।</p>
৭২।	টিকাদানকারী	৩২ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<p>(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ;</p> <p>(খ) তফসিল-৪ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।</p>
৭৩।	স্প্রেম্যান সুপারভাইজার	৩২ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<p>(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং</p> <p>(খ) তফসিল-৪ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।</p>
৭৪।	অফিস সহায়ক	৩২ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	<p>(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং</p> <p>(খ) তফসিল-৪ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।</p>

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৭৫।	গার্বের্জ ট্রাক ড্রাইভার	পদোন্নতি, অবসর, পদত্যাগ, মৃত্যু, চাকরিচ্যুতি বা অন্য কোনো কারণে কোনো পদ শূন্য হইলে অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত “আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০২৫” অনুযায়ী পূরণযোগ্য।		
৭৬।	রোড রোলার ড্রাইভার	পদোন্নতি, অবসর, পদত্যাগ, মৃত্যু, চাকরিচ্যুতি বা অন্য কোনো কারণে কোনো পদ শূন্য হইলে অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত “আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০২৫” অনুযায়ী পূরণযোগ্য।		
৭৭।	গাড়ি চালক (হালকা)	পদোন্নতি, অবসর, পদত্যাগ, মৃত্যু, চাকরিচ্যুতি বা অন্য কোনো কারণে কোনো পদ শূন্য হইলে অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত “আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০২৫” অনুযায়ী পূরণযোগ্য।		
৭৮।	ফটোকপি অপারেটর	পদোন্নতি, অবসর, পদত্যাগ, মৃত্যু, চাকরিচ্যুতি বা অন্য কোনো কারণে কোনো পদ শূন্য হইলে অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত “আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০২৫” অনুযায়ী পূরণযোগ্য।		

## তফসিল-২

[বিধি ২(৭) দ্রষ্টব্য]

গ্রন্থাগারিক, স্যানেটারী ইন্সপেক্টর, সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ব্যক্তিগত সহকারী, বেঞ্চ সহকারী, কানুনগো, কমিউনিটি কর্মী, উচ্চমান সহকারী (প্রধান সহকারী), ক্যামেরা ম্যান, ভান্ডার রক্ষক, হিসাব রক্ষক, কর নির্ধারক, কর আদায়কারী, বাজার পরিদর্শক, লাইসেন্স ইন্সপেক্টর, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক, কসাইখানা পরিদর্শক, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিদর্শক, মাওলানা কাম রেজিস্ট্রার, পুরোহিত কাম রেজিস্ট্রার, সহকারী কর নির্ধারক, সহকারী কর আদায়কারী, সহকারী লাইসেন্স ইন্সপেক্টর, গ্রহণ ও বিতরণ সহকারী, অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, রেকর্ড কিপার, সার্ভেয়ার, ট্রেসার, অটোক্যাট অপারেটর/ড্রাফটসম্যান, কার্য সহকারী, পরিবার পরিকল্পনা সহকারী, নিবন্ধন সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, স্বাস্থ্য সহকারী, টিকাদান সুপারভাইজার পদে সরাসরি নিয়োগ প্রার্থীদের পরীক্ষার নাম, বিষয়, নম্বর, ইত্যাদি:

ক্রমিক নং	পরীক্ষার নাম	পরীক্ষার বিষয়	নম্বর	সর্বনিম্ন পাস নম্বর	সময়
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।	লিখিত পরীক্ষা	১। বাংলা	২৫	৫০%	৯০ মিনিট
		২। ইংরেজি	২৫		
		৩। গণিত	২০		
		৪। সাধারণ জ্ঞান/প্রাসঙ্গিক টেকনিক্যাল	২০		
		মোট নম্বর	৯০		
২।	মৌখিক পরীক্ষা		১০	-	-
		সর্বমোট নম্বর	১০০	-	-

**ব্যাখ্যা।**—লিখিত ও ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণ মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবেন।

## তফসিল-৩

[বিধি ২(৭) দ্রষ্টব্য]

ব্যক্তিগত সহকারী, উচ্চমান সহকারী (প্রধান সহকারী), অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, গ্রহণ ও বিতরণ সহকারী, কার্য সহকারী, নিবন্ধন সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদে সরাসরি বা পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য প্রার্থীদের কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর পরীক্ষার নাম, গতি, নম্বর, ইত্যাদি:

পদের নাম	বিষয়	ইংরেজিতে সর্বনিম্ন গতি (প্রতি মিনিটে)	বাংলায় সর্বনিম্ন গতি (প্রতি মিনিটে)	ইংরেজি পরীক্ষায় মোট নম্বর	বাংলা পরীক্ষায় মোট নম্বর	প্রতি বিষয়ে সর্বনিম্ন পাস নম্বর	গড় পাস নম্বর	ইংরেজি পরীক্ষার সময়	বাংলা পরীক্ষার সময়
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
ব্যক্তিগত সহকারী	কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর	৩০ শব্দ	২৫ শব্দ	৫০	৫০	৪০%	৫০%	১০ মিনিট	১০ মিনিট
উচ্চমান সহকারী (প্রধান সহকারী)		৩০ শব্দ	২৫ শব্দ	৫০	৫০	৪০%	৫০%	১০ মিনিট	১০ মিনিট
অফিস সহকারী- কাম- কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক		২০ শব্দ	২০ শব্দ	৫০	৫০	৪০%	৫০%	১০ মিনিট	১০ মিনিট
নিবন্ধন সহকারী- কাম- কম্পিউটার অপারেটর		২০ শব্দ	২০ শব্দ	৫০	৫০	৪০%	৫০%	১০ মিনিট	১০ মিনিট
কার্য সহকারী		২০ শব্দ	২০ শব্দ	৫০	৫০	৪০%	৫০%	১০ মিনিট	১০ মিনিট

**ব্যাখ্যা।**—(১) বাংলা ও ইংরেজি উভয় প্রকার কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরের ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) টি শব্দ এক টি শব্দ হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) সর্বনিম্ন গতিকে পাস নম্বর ৪০% (চল্লিশ শতাংশ) হিসাবে গণ্য করা হইবে।

## তফসিল-৪

[বিধি ২(৭) দ্রষ্টব্য]

জারীকারক, চেইনম্যান, টিকাদানকারী, স্প্রেম্যান সুপারভাইজার, অফিস সহায়ক পদে সরাসরি নিয়োগ প্রার্থীদের পরীক্ষার নাম, বিষয়, নম্বর, ইত্যাদি:

পরীক্ষার নাম	পরীক্ষার বিষয়	নম্বর	সর্বনিম্ন পাস নম্বর	সময়
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
লিখিত পরীক্ষা	১। বাংলা	১০	৫০%	১ ঘন্টা
	২। ইংরেজি	১০		
	৩। গণিত	১০		
	৪। সাধারণ জ্ঞান/প্রাসঙ্গিক টেকনিক্যাল	১০		
	মোট নম্বর	৪০		
মৌখিক পরীক্ষা		১০	-	-
	সর্বমোট	৫০	-	-

**ব্যাখ্যা।**—লিখিত ও ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীই মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী  
সচিব।